প্রমীলা বিলাস।

গুপ্ত পল্লি নিবাসী

শ্রীমহিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ মিত্রের

দ্বারায় মুদ্রিত।

শ্রীরামপুর,

আলফ্রেড প্রেস।

শকাব্দ। ১৭৯৩।
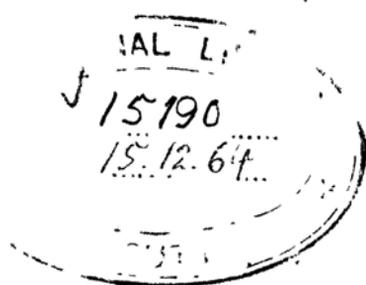
পাঠকগণের প্রতি নিবেদন।

অনেকানেক মহাত্মাকে নানাবিধ গ্রন্থ ও কবিতা রচনা করিতে দৃষ্ট করিয়া আমি এই দুরাশা সমুদ্র নিরবলম্বনে পার হইতে উদ্যত হইয়া অনেক যত্নে কৃতকার্য্য হইয়াছি যেমন বামণের চন্দ্র ধরিতে ইচ্ছা আমাদেরো তদ্রূপ এই পুস্তক রচনা করা হইয়াছে, ইহাতে যে জনসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিব এরূপ ভরসা করিনা তবে সকলে অনুগ্রহ পুর্ব্বক এক একবার পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পাঠ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

১লা বৈশাখ,
সন ১২৭৮ সাল, } শ্রীমহিম চন্দ্র শর্ম্মা।

প্রমীলা বিলাস।

গ্রন্থ সূচনা।

এক দিন সভাকরি উজ্জয়িনী পতি।
মন্ত্রণা করেন বসি অমাত্য সংহতি॥
কালিদাস বর রুচি যত সভ্যগণ।
করিছেন কবিতায় শ্রবণ রঞ্জন॥
কথায় কথায় উঠে নারীর প্রসঙ্গ।
রমণী চরিত্র মন্দ কহে করি ব্যঙ্গ॥
শুকপক্ষী ছিল এক অতি বিচক্ষণ।
শুনিয়া সভার কথা কহিছে তখন॥
কামিনী অবলা জাতি সরল হৃদয়।
পুরুষ কঠিন চিত্ত অতি নিরদয়॥
অনর্থক নারীনিন্দা কভু ভালনয়।
জানিও মানসে নারী শক্তি রূপা হয়॥
ইতিহাস কহি এক সভা বিদ্যমান।
নারীর চরিত্র কথা অপূর্ব্ব আখ্যান॥
দ্বিজবঙ্গে বন্ধুগণ শুন দিয়ামন।
প্রমীলা বিলাস আমি করিব বর্ণন॥

ক ৩

গ্রন্থারম্ভ।

সূর্য্যবংশ গুণধাম, ভরত ভূপতি নাম,
স্বর্ণ ভূমি যাঁহার রক্ষিত।
প্রভুত্ব করিয়া অতি, ক্ষিতি পালিমহীপতি,
দুষ্টগণে করেন শাসিত॥
অন্তরে হইয়া হর্ষ, আখ্যায়ি ভারতবর্ষ,
স্বর্গধাম করেন গমন।
সে ভারত অন্তর্গত, আছয়ে নগর কত,
ছোট বড় নানায় লিখন॥
নদনদী আদি করি, পাহাড় পর্ব্বত দরী,
স্থাবর জঙ্গম চারু বন।
তার মধ্যে সুসুন্দর, গিরি এক মনোহর,
বিন্ধ্যাখ্যাত বিদিত ভুবন॥
কি কব তাহার শোভা, যোগি জন মনোলোভা,
ছয় ঋতু সদা বর্ত্তমান।
তেজিয়া কৈলাস মায়া, যথায় শঙ্কর জায়া,
সতত আছেন বিদ্যমান॥
লোকে আছে জানা জানি, তথা এক রাজধানী,
পূর্ব্বকালে আছিল সুন্দর।
সৌদাস নগর নাম, রাজা অতি গুণ ধাম,
ভীম সিংহ নামে নরবর॥

রূপজিনি রতিপতি, বিদ্যাবলে বৃহস্পতি,
ধর্ম্মেযেন কুন্তীর নন্দন।
দানে বলিরাজা সম, শত্রু পক্ষে যেন যম,
উগ্রতায় যেমন তপন॥
মানে রাজা দুর্য্যোধন, তেজে যেন হুতাশন,
শরাসনে জ্ঞান ষড়ানন।
ধনে প্রায় অনুপম, যশে পূর্ণ বিধুসম,
প্রতাপেতে লঙ্কার রাবণ॥
যাগ যজ্ঞ বিধিমত, দীনে দান অপ্রমিত,
নিত্যলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন।
রাম সম বসুমতী, পালিতেন মহীপতি,
পুত্রসম প্রজার রক্ষণ॥
অকালে মরণ হীন, রাজ্যে কেহ নহে দীন,
শোক তাপ না ছিল তথায়।
কালে বর্ষে পুরন্দর, বহুশস্য সুখকর,
তেমন আর না দেখি ধরায়॥
সুপণ্ডিত নরপতি, সমভাব সবাপ্রতি,
সচিব উপরি রাজ্যভার।
এক মাত্র বিলাসিনী, নাম তাঁর প্রমোদিনী,
সুবদনী রমণীর সার॥
নবীন যৌবনা তিনি, যেন স্থির সৌদামিনী,
রূপেলক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।
কলাবতী পতিব্রতা, সদাপতি অনুরতা,
পতিদেবা রত রসবতী॥

পতিপ্রতি সদামনঃ, পতি চিন্তা অনুক্ষণ,
নাহিজানে কপটতা সতী।
হাস্য পরিহাস রঙ্গে, কালকাটে পতি সঙ্গে,
পরাজয় করি রতিপতি ॥
এরূপে যৌবন ক্ষয়, পুত্র কন্যা নাহি হয়,
চিন্তার্ণবে উভয়ে মগন।
দ্বিজ বলে মহারাজ, করানহে কালব্যাজ,
চিন্তাকর অচিন্ত্য চরণ ॥

রাজা ভীম সিংহের সভাবর্ণন।

নিশানাথ অস্তযায় অরুণ উদয়।
হেরিয়া পদ্মিনী হয় প্রফুল্লহৃদয় ॥
বৃক্ষশাখে পিকবর করিয়া শ্রবণ।
স্নানেযান সুরধুনী তীরে ঋষিগণ ॥
"জয় সনাতন" বলি শয়ন তেজিয়া।
বন্দনাদি ঊষাকার্য্য ক্রমে সমাপিয়া ॥
সভাকরি বসিলেন ভীম সিংহ রায়।
সভাসদ চৌদিকে শোভিল সমুদয় ॥
চামর ঢুলায় আসি যতেক কিঙ্কর।
ছত্রদণ্ডধরে কেহ মস্তক উপর ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈসে সভার ভিতরে।
স্তুতিগান করিতেছে মাগধনিকরে ॥
কুশীলব নৃত্য করে গাইছে গায়ক।
পাখোয়াজ বাজিতেছে আনন্দ দায়ক ॥

ভাঁড়াম করিছে ভাঁড় রঙ্গ ভঙ্গ করি।
কৌতুকে কৌতুক দেখে যতেক সুন্দরী
জ্ঞাতি বন্ধু ভূপতির যতেক আছিল।
সবাই সভাতে বসি আমোদে মজিল॥
মুন্সি বক্সি কাজী লয়ে নিজদলে।
আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত সকলে॥
পদাতি সিপাই আসোয়ার যতজন।
দ্বারে রহিয়াছে খাড়া যেমতি শমন॥
হস্তিপক করি পৃষ্ঠে সেলাম জানায়।
রায় বেঁশে খেলে দেখি শত্রু ভয় পায়॥
গণকে গণিছে ধরণীতে পাতিখড়ী।
ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়ালে বাজাইছে ঘড়ী॥
অতিথি সন্ন্যাসী নাগা ভাট ব্রহ্মচারী।
অভ্যাগত পর হংস জটাভস্মধারী॥
বিচার করেন সিংহাসনে বসিরায়।
হেন কালে যোগী এক আইল তথায়॥
সন্ন্যাসীর শোভা রবি করিল মলিন।
বিভূতি ভূষিততনু কটিতে অজিন॥
প্রণাম করিল সবেলোটায়ে ধরণী।
আশীস্ করিয়া যোগী বসিল আপনি॥
শাস্ত্র কথা আলাপনে মধ্যাহ্ন হইল।
আপন আপন বাসে সকলে চলিল॥
ক্রমে ক্রমে সভাসদ করিল গমনঃ।
নির্জন পাইয়া রায় আনন্দিত মনঃ॥

যোগীর সহিত রাজার কথোপকথন।

একাকী পাইয়া নৃপ বলেন তখন।
"কিকারণে যোগিবর হেথা আগমন॥
পরম সৌভাগ্য মম অহে যোগিবর।
সেকারণে তবদয়া অধীন উপর॥"
যোগী বলে "মহারাজ! শুন সবিশেষ।
দেখিতে এসেছি আমি তোমার প্রদেশ॥
ভিক্ষার্থী নহিক আমি নিজে ব্রহ্মচারী।
তব হিতার্থেতে আসা শুনদণ্ডধারী॥
পুণ্যরাজ্য বিশেষেতে মম আগমন।
পাপরাজ্যে পদার্পণ নাহি কদাচন॥
তুমি ধর্ম্মশীল রাজা শুনিয়া শ্রবণে।
মনেতে হইল সাধ তব দরশনে॥
আচার বিচারে বড় পাইলাম প্রীতি।
তব সম পুণ্যবান্ নাধরেন ক্ষিতি॥
লোক মুখে তব যশঃ শুনেছি যেরূপ।
আনন্দিত হইলাম হেরিয়া সেরূপ॥"
ভূপতি কহেন "রাজ্যতব আশীর্ব্বাদে।
এসুখ সম্পদ প্রভু হরিবে বিষাদে॥
সন্তান বিহীন রাজ্য শোকের ভবন।
কি হইবে রাজ্যে বল অহে তপোধন॥
সন্তান রতনে যেই আছয়ে বঞ্চিত্।
বৃথা প্রাণধন তার সব অকিঞ্চিৎ॥

রাজ্য ধন গৃহ বাস সকলি অসার।
অন্তে গতি নাহি হয় লিপি বিধাতার॥
বাসনা হয়েছে মনে ত্যজি রাজ্যভার।
বনে গিয়া সেবাকরি চরণ তোমার॥
কৃপাকরি দয়াময় কর অনুমতি।
সচিবে সমর্পি রাজ্য তবসনে গতি॥"
শুনিয়া সন্ন্যাসী বাণী করিল উত্তর॥
" তব আশাপূর্ণ হবে শুন দণ্ডধর॥
যোগবলে যত কিছু জানি সমুদয়।
অমোঘ আমার বাক্য ফলিবে নিশ্চয়॥
শোক তাপ ত্যজ রায় মম বাক্যধর।
দৃষ্টিপাত করিবেন অবশ্য ঈশ্বর॥
কদাচন পাপে মন নাকর রাজন্।
সুরা নাহি কর অভক্ষ্য ভক্ষণ॥
অন্যের কামিনী দেখ জননী মতন।
কাম ক্রোধ আদি রিপু করিবে দমন॥
পুত্রের সমান কর্য়ো প্রজার পালন।
বিহিত সম্মানে ভেক্যো অতিথি ব্রাহ্মণ॥
দেব দেবী গুরু ভক্তি সদা যেন রয়।
যাঁহাদের কৃপাবলে কার্য্য সিদ্ধ হয়॥

ভূপতি এবং মহিষীর কথোপকথন।

বরপেয়ে নরপতি প্রফুল্লহৃদয়।
রাণীর মহলেযান বিলম্ব না সয়॥

দ্রুতগতি উপনীত হইয়া অন্দরে।
বিস্তারি কহেন ভূপ মহিষী গোচরে॥
"শুন অয়ি প্রিয়তমে অপূর্ব্ব কথন।
প্রভাতে সভায় আসি এক তপোধন॥
নানাবিধ শাস্ত্রালাপ করি সভ্যসনে।
পরাস্ত করিল মম সভাসদ্ গণে॥
ব্যাকরণ স্মৃতি ভট্টি কাব্য অলঙ্কার।
জ্যোতিষ বেদান্ত সার অতি চমৎকার॥
এরূপে বিচার হয় দ্বিতীয় প্রহর।
সভা ভাঙ্গি গেল সবে নিজ নিজ ঘর॥
শুনি ইহা কহিলেন সন্ন্যাসী তখন।
হইবে কামনা সিদ্ধ শুনহ রাজন॥
কায়মনো বাক্যে কর বিভুর স্মরণ।
যাঁহার কৃপায় হয় অসাধ্য সাধন॥
এতেক কহিয়া ঋষি কৈল অন্তর্দ্ধান।
বহু অন্বেষিয়া তাঁর নাপাই সন্ধান॥
এরূপ আহ্লাদ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
প্রেমে পুলকিত ধনী নাসরে বচন॥
এতদিনে বিধি বুঝি হইলা সদয়।
যোগিবেশে জগদীশ সভাতে উদয়॥
কথোপকথন করি উভয়ে তখন।
স্নান পূজা হেতু শীঘ্র করিল গমন॥
ইষ্টদেবে পূজিবায় প্রফুল্ল অন্তর।
ব্রাহ্মণ অতিথি পূজা করিলা বিস্তর॥

ভক্ষ্য ভোজ্য আদি আর বসন ভূষণ।
দরিদ্র দুঃখিত জনে করি বিতরণ॥
গুরুর চরণামৃত করিয়া ধারণ।
ভোজন করেন ভূপ হয়ে হৃষ্টমন॥
মহিষী যোগান পান আপনার করে।
অধরে ধরেন রায় হাঁসিয়া অন্তরে॥
শয়ন মন্দিরে যান করিতে শয়ন।
চামর ঢুলায় আসি যত সখীগণ॥
দিবাকর অস্তাচলে গমন করিল।
তিমির-বসন পরি যামিনী আইল॥
ক্ষণেক বিলম্বে শশী তমোনাশ করি।
ধবল বসনে তোষে নিশি সহচরী॥
শয্যাহতে উঠি রায় করিয়া বন্দন।
করিলেন মহিষীর গৃহেতে গমন॥
দেখহ দৈবের কর্ম্ম খণ্ডিবার নয়।
"উদর-আকাশে সুত-চাঁদের উদয়"॥
সখীগণ পরস্পর করে কাণাকাণি।
দৈববলে হোয়েছেন গর্ব্ভবতী রাণী॥

(রাণীর গর্ব্ভবর্ণন।)

দুই তিন মাস গত, ক্রমে লোকে অবগত,
কহে ভূপে কিঙ্করীনিচয়।
শুন আজি মহারাজ, কহিতে বাড়য়ে লাজ,
কিন্তু কথা না কহলে নয়॥

রতিসম কান্তিমতী, মহিষী দোহদবতী,
নিবেদন অহে নরপতি।
এতেক শুনিয়া রায়, অবরোধমধ্যে যায়,
যে সদনে বোসে রসবতী॥
পতিরে দেখিয়া সতী, উঠিলেন দ্রুতগতি,
রাজা বলে শান্ত হও প্রিয়ে!
নিরখি হৃদয় মণি, ঘোমটা টানিয়া ধনী,
বসিলেন ভূমে হাত দিয়ে॥
বলে বৈস প্রাণনাথ, একি দেখি অকস্মাৎ,
অধীনীরে পড়িয়াছে মনে!
নিরখি তোমার মুখ, অন্তরিল সব দুখ,
বল, নাথ! আসা কি কারণে॥
কি বলিব প্রাণাধিক, পুরুষে শতেক ধিক্,
ধিক্ ধিক্ এরূপ নিঠুর।
মজাতে অবলাচয়, পুরুষ পাষাণ হয়,
না করে রমণী দুঃখ দূর॥
বলি অহে রসরাজ, আর কেন কর লাজ,
যাও যাও বাহির ভবনে।
নবোঢ়া প্রেয়সীগণে, তোষ গিয়া সযতনে,
দাসী বলে রেখো মাত্র মনে॥
কাছে বসি নরপতি, বলে শুন রসবতি!
রাণী বলে ঠেকেছেন দায়।
"জানেন বিস্তরঠাট, দেখাইব তার নাট্ট,
দেখি আগে কতদূর যায়॥"

রায় বলে সীমন্তিনি! কেন ভৎ'স বিনোদিনি,
কভু কি নলিনী-ছাড়া অলি।
আমি দেহ তুমি প্রাণ, মিছা কেন কর ভান,
রাজ্যধন তুমি হে সকলি॥
এইরূপে দুইজনে, সানন্দ সরসমনে,
নানাবিধ কৌতুক করিলা।
মিটাইয়া সব সাধ, ভাঙ্গিয়া বালির বাঁধ,
পুনঃ প্রেম-তটিনী বহিলা॥
পরে রাজা কুতুহলে, সস্মিত বদনে বলে,
দশনেতে অধর চাপিয়া।
দাসীমুখে শুনি যাহা; সত্য কি হইবে তাহা,
বল প্রিয়ে! হৃদয় খুলিয়া॥
শুনি অয়ি বিধুমুখি!, মমপ্রাণ হোক্ সুখী,
বলি বার্ত্তা পুরাও কামনা।
তবে গৃহে করি বাস, নতুবা অরণ্যে বাস,
গৃহবাসে নাহিক বাসনা॥
ঈষৎ হাসিয়া ধনী; বলে অহে গুণমণি,
সত্য মিথ্যা জানেন ঈশ্বর।
দশজনে যাহা বলে, অবশ্য সে কথা ফলে,
এইরীতি আছে পূর্ব্বাপর॥
রাণীর বচনে রায়, হয়ে পুলকিত কায়,
চলি যান বাহির ভবনে।
পঞ্চমাস গত তবে, পঞ্চামৃত দেয় সবে,
ষষ্ঠে ভাজা দিলেক যতনে॥

নবমেতে দিয়া সাধ, মিটায়ে মনের সাধ,
হুলা হুলি দেয় রামাগণ।
পূর্ণ হলো দশ মাস, শুভদিন সুপ্রকাশ,
উপস্থিত প্রসববেদন॥
পড়িয়া অভীষ্টফাঁদে, বিনাইয়া রাণী কাঁদে,
হইয়াছে পরাণ আকুল।
আশ্বাসিয়া সবে কয়, নাহি কর কোন ভয়,
গুটাইয়া বাঁধ তব চুল॥

রাজ-কন্যার জন্ম।

মহিষী কাতর অতি করয়ে রোদন।
পুরবাসি-বালা আসি করে নিবারণ॥
ভক্তিভাবে দ্বিজগণ করে স্বস্ত্যয়ন।
ষষ্ঠী আদি দেবতারে পূজে রামাগণ॥
ক্ষণপরে গ্রহবিপ্র তথা আসি বসি।
পঞ্জিকা খুলিয়া গণে রাশিচক্র শশী॥
ধাত্রী আসি মৃদু-হাসি ছলে কথা কয়।
শুনিলে তাহার কথা জুড়ায় হৃদয়॥
ক্রমশঃ বেদনা আসি হইল প্রবল।
দ্বিগুণ অধীরা ধনী ধারা অবিরল॥
বলে হায় একিদায় ওগো সহচরি!।
এরূপ যাতনা হয় অতি দুঃখকরী॥

বুঝায় মধুর বাক্যে পুর-নারীবালা।
না যায় তথাপি তাঁর হৃদয়ের জ্বালা॥
এরূপে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
রবির উত্তাপে রামা অতীব কাতর॥
শুভ লগ্ন শুভ ক্ষণ করি নিরীক্ষণ।
রাণীকে করেণ মুক্ত পতিত পাবন॥
চৈত্রমাস সিত-পক্ষ তিথি পঞ্চদশী।
প্রসবিলা কন্যা এক রুচিররূপসী॥
হেরিয়া কন্যার রূপ রামাগণ কয়।
বিকচ-নলিনী যেন ভূতলে উদয়॥
কভু নাহি হেরি হেন অপরূপ রূপ।
নির্জ্জনে গড়েছে বিধি, কামরসকূপ॥
কন্যা হেরি রাজরাণী মলিন বয়ানে।
না চান ফিরিয়া আর সে বদন পানে॥
সিংহাসনে বসি রায় করেণ বিচার।
দ্রুত আসি দাসী এক কহে সমাচার॥
শুন শুন নরপতি করি নিবেদন।
প্রথমতঃ দেও যদি আশ্বাস বচন॥
রাজা বলে সহচরি! ভয় কি তোমার।
অনায়াসে ব্যক্ত কর শুভ সমাচার॥
শুভ সমাচারে বল ত্যক্ত কেবা হয়।
শীঘ্র করি বল তুমি বিলম্ব না সয়॥
এভেক শুনিয়া কহে করি যোড়কর।
হয়েছে তনয়া তব অহে দণ্ডধর!

গলা হতে হার লয়ে ভূপতি তখন।
নিজকরে দাসীগণে করেণ অর্পণ॥
ত্বরাকরি করি রায় অন্দরে গমন।
হেরিয়া কন্যার রূপ বিস্মিত তখন॥
রাণীরে বিষণ্ণ দেখি ভূপতি তখন।
বলে " কহ বিধু-মুখি! এ আর কেমন? ॥
কন্যা পুত্র এই দুই সৃষ্টি বিধাতার।
মানুষের হাত নহে শুন সারোদ্ধার॥
কন্যাদিয়া পুত্র পাব, ছাড়হ বিষাদ।
লোকেতে গাইবে যশ এবড় আহ্লাদ॥
মনস্তাপ ত্যজ প্রিয়ে মম! বাক্য ধর।
কোলে লও কন্যা-রত্ন জুড়াবে অন্তর॥"
নানা রত্ন দিয়া দেখি কন্যার বদন।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে দেন সমধিক ধন॥
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া অর্থ করি বিতরণ।
পুলকেতে পূর্ণ হলো ভূপতির মন॥
দিলেন ঘোষণা করি নগরে নগরে।
নিত্য মহোৎসব হবে প্রতি ঘরে ঘরে॥
অদরিদ্র হলো লোক রাজ্যের ভিতর।
দেশে দেশে বার্ত্তা পায় যত নরবর॥
এখানেতে অন্তঃপুরে করহ শ্রবণ।
জাত-কর্ম্ম সারিলেক যত নারীগণ॥
আট মাসে অন্ন দিয়া সমারোহ করি।
রাখিলা কন্যার নাম " প্রমীলা সুন্দরী "

প্রতিদিন সিত-পক্ষ-শশাঙ্ক সমান।
বাড়িতে লাগিল কন্যা রূপের নিধান॥
আধ আধ কথা কহে শুনিতে সুন্দর।
এই রূপে গত হয় পঞ্চম বৎসর॥
শিক্ষক আনিয়া এক বিদ্যার কারণ।
সমর্পণ করিলেন কুমারী রতন॥
পণ্ডিতা হইল বালা শিখি বিদ্যাচয়।
হইল শৈশব গত যৌবন উদয়॥
সতত চিন্তিত রাজা বিবাহ লাগিয়া।
ভাবেন কখন করে কপোল রাখিয়া॥

প্রমীলার যৌবন-যন্ত্রণা।

পাইয়া নূতন রাজ্য আপনি মদন।
নূতন ব্যবস্থা সব করিলা তখন॥
কটির গরিমা আহা ধাইল জঘনে।
গুরু ডগমগ ভাব উপজিল স্তনে॥
ক্ষীণ হইল কটি-তট বঙ্কিমলোচন।
গজপতি-সম হলো সুচারু গমন॥
দেখা দিল লোমাবলী নয়ন-মোদিনী।
নিটোল যুগল বাহু মানস-মোহিনী॥
মন্থর গামিনী হলো যৌবনের ভরে।
নিশিত স্মরের শরে ব্যাকুল অন্তরে॥

কোকিলের ধ্বনি হলো ফণীর দংশন।
গরল সমান জ্ঞান শশীর কিরণ ॥
কঠোর নিনাদ সম ভ্রমর গুঞ্জর।
মলয় পবনে দগ্ধ করে কলেবর ॥
সুগন্ধি কুসুম ঘ্রাণে মন উচাটন।
বাহিরিল অঙ্গ রাগ ঝলসি নয়ন ॥
বক্ষেতে পাষাণ সম গুরু কুচদ্বয়।
রামরম্ভা জিনি উরু শোভা অতিশয় ॥
ফণী জিনি মনোহর বেণীর বলনী।
মন্থর গমনে চলে বঙ্কিমনয়নী ॥
আভরণ করে গান রুণু রুণু স্বরে।
কিন্তু শেলসম বাজে কর্ণের কুহরে ॥
কাটায় দিবস ধনী নৃত্য গীত করি।
নয়ন আসারে কিন্তু পোহায় শর্ব্বরী ॥
বিশেষ রজনী হয় কালের স্বরূপ।
একা হলে কামিনীর ভাসে কামকূপ ॥
একেত বসন্তকাল তাহাতে নবীনা।
কেমনে নাগরী বাঁচে সুনাগর বিনা ॥
কাতরে কহেন বালা সখীগণ প্রতি।
হঠাৎ হইল একি ওলো রসবতী ॥
বল, ওগো প্রাণসখি! করি কি উপায়।
পুড়িছে পাপের তনু উহু প্রাণ যায় ॥
আশয় বুঝিয়া বলে যত কুলনারী।
ভয় পাই রসবতি! নৈলে কৈতে পারি ॥

নবীন যুবতী তুমি শুনগো স্বজনি ! ।
অকূলে নাবিক বিনা ভাসিছে তরণি ॥
শুন অয়ি রাজ-বালে ! করি নিবেদন ।
একা পেয়ে ফুলবাণে হানিছে মদন ॥
শুনিয়া সখীর বাক্য বুঝিয়া রমণী ।
কৃত্রিম কোপেতে ধনী চলিলা তখনি ॥
সকলে একত্র হয়ে করিল মন্ত্রণা ।
একাকিনী এরে রাখা বিষম যন্ত্রণা ॥
চল সবে মেলি যাই রাণীর নিকটে ।
কহিব কন্যার কথা রাখিতে নিকটে ॥
মন্ত্রণা করিয়া সবে চলিয়া তখন ।
রাণীর নিকটে সব করিল বর্ণন ॥
দাসীর কথায় রাণী কন্যাকে আনিয়া ।
আপন কাছেতে রাখে সান্ত্বনা করিয়া ॥

রাজার মহিষী-ভ্রমে কন্যার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি ।

রাণীর সমীপে রহে রাজার নন্দিনী ।
বিয়োগ অনলে দগ্ধ দিবস যামিনী ॥
কান্ত বিনা শান্ত নহে ভূপতির বালা ।
মনেরে প্রবোধ দিয়া সম্বরেণ জ্বালা ॥
এখানেতে নরপতি লয়ে রাজ্য খণ্ড ।
পালেন সুশীলগণে দুষ্টে দেন দণ্ড ॥

একদা মধ্যাহ্নকালে শুন বিবরণ।
সানন্দে করেন ভূপ অন্দরে গমন॥
সমাপি সভার কার্য্য যত সভ্যগণ।
নিজ নিজ স্থানে সব করিল গমন॥
স্নান করি ইষ্টদেবে পূজে নরবর।
যোগায় পূজার দ্রব্য যতেক কিঙ্কর॥
নানাবিধ পুষ্প আনে শ্রীফলের পাতা।
যোগায় বিচিত্র হার বিনা স্থত্রে গাঁথা॥
নৈবেদ্য বিবিধ দ্রব্য স্থগন্ধি চন্দন।
ধূপ ধুনা আদিকরি অপূর্ব্ব বসন॥
দেবীর অর্চ্চনা নৃপ করি সমাপন।
গললগ্নকৃত্তবাসে প্রণমে তখন॥
পার্ব্বতীর স্তুতি পাঠ করিয়া নৃপতি।
ভোজন করিতে যান হয়ে ফুল্লমতি॥
আহারের দ্রব্য লয়ে ভূপাল-নন্দিনী।
পিতার সমীপে যান গজেন্দ্র-গামিনী॥
স্বর্ণথাল ধরি বালা করিল গমন।
রাণীভ্রমে ভূপতি করেণ সম্ভাষণ॥
কহ অয়ি বিধুমুখি! প্রফুল্ল অন্তরে।
কেন হাসি নাহি দেখি মৃদুল অধরে॥
বৃদ্ধ হইয়াছি বলে মনে নাহি ধরে।
নবপ্রেম আশা বুঝি হয়েছে অন্তরে॥
ত্যজিয়া প্রবীণ পতি অয়ি বিম্বাধরে!।
বাসনা হয়েছে বুঝি নবীন নাগরে॥

যাহা তুমি ভাব প্রিয়ে ! সে সব বৃথায়।
চকোর সুধাংশু ছাড়ি বল কোথা যায়॥
তুমি না করিলে দয়া অয়ি বিধুমুখি !
কার কাছে থাকি মন হইবেক সুখী॥
মনের হরিষে কহে রহস্য-কথন।
শুনি চমকিত রামা না সরে বচন॥
জননীর পাশে ধায় হইয়া বিকল।
মঞ্জুল-নয়ননীরে ভাসে উরঃস্থল॥
ছিন্ন তরু সম ধনী পড়ে ভূমিতলে।
মূরছিত প্রায় ধনী কিছু নাহি বলে॥
হেরিয়া কন্যার ভাব মহিষী তখন।
ধেয়ে যান দ্রুতগতি করিয়া ক্রন্দন॥
পুরবাসী সবে আসি মিলিল তথায়।
রাণীরে জিজ্ঞাসা করে কথায় কথায়॥
রাণী বলে নাহি জানি একি ঘোর জ্বালা।
অকস্মাৎ জ্ঞান শূন্য হয়েছেন বালা॥
কেহ বলে তবে হবে মূর্চ্ছাগত বাই।
কেহ বলে ভূতাবেশ দেখিবারে পাই॥
অন্য জন বলে ইহা মনে নাহি লয়।
ডাইনে খেয়েছে এরে বুঝেছি নিশ্চয়॥
যার যে মনের ভাব করিছে প্রচার।
রাণীবলে বৈদ্য ডাকি হবে প্রতিকার॥
তালবৃন্ত লয়ে ধায় যত সখীগণ।
কেহ মুখে বারি দেয় করিয়া যতন॥

ক্ষণেক বিলম্বে বালা চেতন পাইল।
নিরখি যতেক লোক আনন্দে ভাসিল॥
দ্রুতগতি গিয়া রাণী কন্যা লয়ে কোলে
স্নেহেতে চুম্বেন তার যুগল কপোলে॥
বলে কেন অকস্মাৎ হইলে এমন।
বিস্তারিয়া কহ বাছা, করিব শ্রবণ॥
দ্বিগুণ বাড়িল্ল কান্না মায়ের বচনে।
অবিরল অশ্রুধারা বহিল নয়নে॥
লজ্জায় পিতার ভাব না করে প্রকাশ।
চতুরা সে রাণী ছিল বুঝিল আভাস॥

রাজার প্রতি রাণীর ভর্ৎসনা।

কন্যারে সান্ত্বনা করি মহিষী তখন।
রাজারে ভর্ৎসিতে যান যেন হুতাশন॥
পালঙ্কে আছেন্ন ভূপ করিয়া শয়ন।
সহচরীগণে করে চামর ব্যজন॥
না জানেন নরপতি এসব ঘটন।
বৈকালিক নিদ্রা যান হয়ে শান্তমন॥
হেনকালে ডাকেন মহিষী ক্রোধভরে।
উঠ উঠ মহারাজ' উঠ হে সত্বরে॥
নিশা জাগরণে বুঝি ঘুমে অচেতন।
ঐ দেখ নিশাপতি শোভিছে গগণ॥

উঠ হে লম্পটবর ! কত নিদ্রা যাও।
ছলনা করহে যদি মম মাথা খাও॥
এরূপে ভর্ৎসনা ধনী করিলা বিস্তর।
উঠি বসিলেন রাজা শয্যার উপর॥
অলসে অবশ অঙ্গ চারিদিকে চায়।
অভিমুখে বৈসে রাণী চাইলেন তায়॥
অরুণ-কিরণ সম রাঙ্গা দুনয়ন।
জ্ঞান হয় রতিভস্ম করিবে মদন॥
লুলাইত কেশ-পাশ অতি ভয়ঙ্কর।
অপরূপ হেরি নৃপ চিন্তিত অন্তর॥
মনে ভাবে রাণী কেন হইলা এমন।
ভয়েতে বিহ্বল অঙ্গ না সরে বচন॥
রাজা বলে বিধুমুখি অকস্মাৎ একি।
অধীনে নাশিতে বুঝি হেন ভাব দেখি॥
কিবা দোষে দোষী আমি অয়ি চন্দ্রাননে !
তোমা ভিন্ন নাহি জানি জাগ্রত স্বপনে॥
তুমি মম যাগ যজ্ঞ তুমি সে জীবন।
তুমি প্রাণ আমি কায়া তুমি সে রতন॥
বল বল বিনোদিনি ! করিলো মিনতি।
কোন অপরাধে রুষ্ট অধীনের প্রতি॥
অথবা রাজ্যের কেহ করিয়াছে দোষ।
সেই অভিমানে এত হইয়াছে রোষ॥
অষ্টম মঙ্গল কার রন্ধ্রগত শনি।
কে দিল অনলে হাত কে ধরিল ফণী॥

রাজার শুনিয়া বাক্য সুন্দরী রুষিল।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল॥
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ দিই হে তোমারে।
অহঙ্কারে মত্ত হোয়ে গেলে ছারে খারে॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত তব রহিল কোথায়।
তব মুখ হেরি মম জ্বলিতেছে কায়॥
স্থবির বয়সে তুমি হইয়া অজ্ঞান।
কন্যা লয়ে রঙ্গ কর প্রেয়সী সমান॥
নবীন যুবতী নাথ! তোমার কুমারী।
গৃহে বসি বক্ষে একা সহিতে না পারি॥
ভুলিয়াছ প্রাণনাথ! নাহি তব মনে।
বাড়িছে কুমারী নিত্য তোমার ভবনে॥
রাণীর কথায় ভূপ হইয়া লজ্জিত।
মনে মনে বলে একি হলো বিপরীত॥
অবনত মাথে রহে না সরে বচন।
শূন্যময় দেখিলেন নিখিল ভুবন॥
এরাজ্য হইল বুঝি কলুষ-কলস।
পাপে পূর্ণ হলো মম এবৃদ্ধ বয়স॥
রাণীরে কহেন ভূপ করিয়া বিনয়।
প্রভাতে কন্যার বিভা দিবই নিশ্চয়॥
প্রতিজ্ঞা করেন নৃপ ধর্ম্ম সাক্ষী করি।
শুনি পুলকিয়া রামা উঠিল শিহরি॥
পতিম্বরা সুকুমারী কুমারী আমার।
হইবে উদ্‌যোগ সবে করগে সত্তর॥

এই কথা শুনি দূত দেশে দেশে ধায়।
পুলকে পূরিত হোলো মহিষীর কায়॥

কুমারীর স্বয়ম্বরে রাজাগণের আগমন।

দূত মুখে বার্ত্তা পেয়ে যত নৃপবর।
স্বয়ম্বর হেরিবারে হইল তৎপর॥
বেশ ভূষা করি সবে আনন্দিত মনে।
চলেন তুরঙ্গে চড়ি ত্বরিত গমনে॥
সঙ্গেতে চলিল মল্ল কটক বিস্তর।
চতুরঙ্গ দলে চলে সরস অন্তর॥
রথ রথী পদাতিক চলে আসোয়ার।
হয় হস্তী সঙ্গে চলে সুন্দর আকার॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে পূরিল গগন।
সেনা কোলাহলে হয় স্তব্ধ ত্রিভুবন॥
এই রূপে রাজাগণ বেশভূষা করি।
উষার অপেক্ষা করি বঞ্চিল শর্ব্বরী॥
হেনকালে বিধু চেয়ে কুমুদিনী পানে।
যামিনীর সঙ্গে রঙ্গে যান নিজস্থানে॥
কোকিল ললিত গায় মনোহর স্বরে।
বিরহীর অঙ্গ দগ্ধ করে স্মর শরে॥
পূর্ব্বদিক্ রমণীর ঘোমটা খুলিয়া।
উঠিলেন দিননাথ চিত্ত বিনোদিয়া॥

দুর্গা বলে যাত্রা করি যত নরপতি।
সৌদাস নগরে যান অতি দ্রুতগতি॥
একে বারে ভূমিপালে পূরিল্ল নগর।
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর যেমন সুন্দর॥
সহস্র নৃপতি আসি মিলিল তথায়।
মধুর বচনে সবে তুষিলেন রায়॥
থাকিবার বাসগৃহ করি নিয়োজন।
আপন আবাসে আনি করান ভোজন॥
ভোজন করিয়া সবে করে আচমন।
তাম্বুল লইয়া পরে করিলা শয়ন॥
কোন রূপে গেল দিবা আইল যামিনী।
নাথের বিচ্ছেদে আঁখি মুদিল নলিনী॥
কুমুদবান্ধব আসি গগনে উদয়।
কান্ত হেরি কুমুদিনী প্রফুল্ল হৃদয়॥
সায়ংকৃত্য সাঙ্গ করি ভূপালমণ্ডলে।
আসি মিলিলেন সবে স্বয়ম্বরস্থলে॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে হয় শাস্ত্রের কথন।
সূক্ষ্ম বিচারেতে মত্ত বেদপরায়ণ॥
মধুর গায়ক আসি আরম্ভিল গীত।
নাচিতে লাগিল নটী হেরিতে ললিত॥
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল।
পরিবাদিনীর গানে রসিল ভূপাল॥
অবরোধে রামাগণ করিয়া যতন।
নন্দিনী সাজায় সবে দিয়া আভরণ॥

রাজকুমারীর বেশ-রচনা।

কুমারীর অঙ্গে আহা যত রামাগণ।
হলদী ছানিয়া সবে করয়ে লেপন॥
কঙ্কোল আমলা মেথি কুঙ্কুম কস্তুরী।
আনন্দে মাখায় অঙ্গে পুলকেতে পুরি॥
সুবাসিত তৈলে দেহ করিয়া মর্দ্দন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে অগুরুচন্দন॥
পিন্ধন করায় শাটী বসনের সার।
জড়াইলা বেণী আহা অতি চমৎকার॥
দুলিল কুণ্ডল কাণে মুকুতাসহিত।
পরিল মুকুতাহার হীরকে খচিত॥
মণিযুত ফণী যথা বেণীতে মুকুতা।
সে হেন শোভায় সাজিলেন রাজসুতা॥
কবরীতে শোভাপায় সুবর্ণের ফুল।
দুলাইল শ্রবণেতে হীরকের দুল॥
কর্ণবালা পরে বালা মানসমোহন।
স্বর্ণ-কর্ণফুল পরে মুক্তার গাঁথন॥
পরাইল উরঃস্থলে মনোহর হার।
হেরিলে যে হার হরে চিত্তের আঁধার॥
নীলকান্ত মণিদাম সুবর্ণজড়িত।
মেঘের কোলেতে শোভে যেমতি তড়িত॥
মণিবন্ধে পরে চারু লবঙ্গের ফুল।
যাহা হেরি নারীকুল হইল আকুল॥

যত্নকরি স্বর্ণবালা পরাইল করে।
অঙ্গুলে হীরার আঙ্গটী ঝলমল করে॥
কটিদেশে কাঞ্চীদাম চমকে বিজলি।
চাবিসহ তাহে শোভে চাবীর শিকলি॥
স্তনবেড়া হীরা ভূষা কষিত কাঁচলি।
অরবিন্দ-ভ্রমে মুখে গুঞ্জরয়ে অলি॥
নিজরূপে ভুবনের অন্ধকার হরে।
তাহাতে ভূষণস্তার কত শোভা করে॥
গোলাপে গাঁথিয়া মালা যত সহচরী।
পরাইল, দেখে কাম উঠয়ে শিহরী॥
বেশ ভূষা করি রামা গজেন্দ্রগমনে।
মাল্য লয়ে চলিলেন সমাজভবনে॥
সঙ্গিনীর সঙ্গে চলে মৃদুমন্দগতি।
ক্রমে সভামাঝে দেখা দিল রসবতী॥
প্রথমযৌবনা ধনী যেন সৌদামিনী।
রূপ হেরি মূর্চ্ছাগত ইন্দ্র-বিলাসিনী॥
মুখপদ্মে নৃপগণ নয়ন-ভ্রমর।
একেবারে বসিতে হইল অগ্রসর॥

রূপ বর্ণনা।

হেরিয়া বেণীর শোভা, জগজন মনোলোভা,
বিবরে লুকায় ফণী হইয়া অধীর।

বদন না তোলে আর, মাথাকুটি বার বার,
করিয়াছে চক্রসম আপনার শির ॥
কামের ধনুকজিনি, ভুরু ধরে বিলাসিনী,
বসন্ত-বেদিকা সম ললাট রুচির।
হেরিয়া চিকুর চয়, কাদম্বিনী পেয়ে ভয়,
বাতাসে উড়িয়া শেষে হইলা অস্থির ॥
নিরখি লোচনদ্বয়, খঞ্জন পাইয়া ভয়,
বরষায় পলাইয়া যায় দেশান্তরে।
তিলফুল আসি ধেয়ে, নাসা হেরি লজ্জা পেয়ে,
ভূমেতে খসিয়া পড়ে অভিমান ভরে ॥
নিরখিয়া সে শ্রবণ, গৃধিনী আকুল মন,
সদা শূন্য পথে ধায় হইয়া কাতর।
দেখিয়া ওষ্ঠের তল, লজ্জা পেয়ে বিম্বফল,
অভিমানে খসি পড়ে ধরার উপর ॥
কুন্দের দরপ ছিল, দন্তে তাহা লুকাইল,
মুক্তা-ফল দিল ঝাঁপ বরুণ-ভবনে।
ইহা শুনি পরস্পর, যাইয়া রত্নাকর,
যতনে গাঁথিয়া তাহা পরে রামাগণে ॥
বদন হেরিয়া শশী, কাঁদে নিরজনে বসি,
হিমপাতচ্ছলে আহা করিয়া রোদন।
কুমুদিনী অতি লাজে, প্রবেশিয়া জলমাঝে,
চুপি দ্বিজরাজ মুখ করয়ে চুম্বন ॥
যৌবন সরসে অলি, হেরি কুচ-পদ্মকলি,
গুণ গুণ রব করি ভ্রমে চমকিয়া।

হেরিয়া দাড়িম্ব ডরে, আপনি ফাটিয়া মরে,
একবারে নীপকলি উঠে শিহরিয়া ॥
ভুজ হেরি পদ্মনাল, জীবনেতে চিরকাল,
লুকাইয়া আছে ভয়ে কাঁটা করি কায়।
নিরখি অঙ্গুলি কলি, চম্পকে না বসে অলি,
সেই গন্ধকলি হয় মধুশূন্য হায় ॥
নাভির গাম্ভীর্য্য হায়, মরি কিবা শোভা তায়,
হেরিলে ভুলিয়া যায় বিধাতার মন।
ত্রিবলির চারু ঘটা, মদন নিঃশ্রেণী ছটা,
উরস্থল বেদিকায় আছয়ে লগন ॥
সে কটির চারুতায়, ভুবন ছাড়িয়া হায়,
ম্লানমুখ কেশরীর গহনেতে বাস।
মোহনজঘন শোভা, জগজনমনোলোভা,
একবার নিরখিলে নাহি মিটে আশ ॥
বিশাল নিতম্বতল, মদনের শিলাতল,
দেখিয়া ধরণি ভয়ে অতীব কাতর।
ভাবিয়া ভাবিয়া হায়, মাটিময় হলো কায়,
ভূকম্পনছলে কাঁদে জানে পূর্ব্বাপর ॥
ঊরুদরশন করি, লজ্জায় কাতর করী,
বাম-রম্ভা বনে রয় অবনত শির।
কে বলে মরাল স্থলে, সুমন্দ গমনে চলে,
দেখুক নয়ন যুগ করিয়া সুধীর ॥
যুগল তাহার পদ, যেন নব কোকনদ,
নলিনী বলিয়া অলি সদা মত্ত তায়।

সে লাবণ্য কব কায়, সুবর্ণ বিবর্ণ প্রায়,
অনলেতে হয় দগ্ধ বদলিতে কায়॥
হেরিয়া সে নিতম্বিনী, সদা লোল সৌদামিনী,
লুকায় মেঘের কোলে হয়ে ক্ষুন্ন মন।
কোলেতে কলঙ্ক করি, নিশানাথ কালহরি,
পড়েছেন নখে আসি লইতে শরণ॥
শুনি তার কণ্ঠস্বর, খেদে আহা পিকবর,
করিয়াছে কলেবর অঙ্গার বরণ।
বজ্রা হয় বিষধর, যদি দেখে পুরন্দর,
কিঞ্চিৎ রূপের তার হয় নিরূপণ॥

রাজকন্যার স্বয়ম্বর।

সখী সঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে রাজার নন্দিনী।
গন্ধসার মাল্য করে গজেন্দ্রগামিনী॥
ভ্রমেন সমাজ মাঝে তরল নয়ন।
মনোমত কান্তে মালা করিতে অর্পণ॥
অনঙ্গ প্রহরী সম শরাসন ধরি।
অলক্ষে সঙ্গেতে ফিরে হইয়া প্রহরী॥
ভ্রমর ঝঙ্কারে সুখে, পিক করে গান।
হইলেন রাজগণ সবে হত-জ্ঞান॥
উঠি পরিচয় দেয় ঘটক সভায়।
রূপ গুণ কুল আর বসতি যথায়॥

কেহ মনে মনে ভাবে আমি কন্যা পাব
আলাপে ইহার সঙ্গে জীবন জুড়াব॥
হইয়া ইহার দাস ভাবে অন্য জন।
জুড়াব অন্তর সেবি ও রাঙ্গা চরণ॥
পরস্পর এই রূপে যতেক নৃপতি।
মনে মনে মনসহ করিছে যুকতি॥
এখানেতে রাজকন্যা ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
উপনীত বিদর্ভের ভূপতির ভিতে॥
হেরিয়া তাহার রূপ রোধ হইল গতি।
সময় পাইয়া বাণ হানে রতিপতি॥
অধোমুখ হলো বালা চরণ না চলে।
চন্দনে চর্চ্চিত মালা দেয় তার গলে॥
গললগ্নকৃতবাসে করিয়া প্রণতি।
ধর্ম্ম-সাক্ষী করি ধনী বরিলেক পতি॥
করে ধরি যুবরাজ বামে বসাইল।
মদনের পাশে যেন রতি দেখা দিল॥
মৌখিক আনন্দে ভাসে নৃপতিমণ্ডলে।
ধন্য ভীমসিংহ বলি গাইল সকলে॥
ধন্য তার কন্যা হয় প্রমীলা-সুন্দরী।
ধন্য যুবরাজ, ধন্য বিদর্ভ নগরী॥
এইরূপে রাজাগণ কহে পরস্পর।
শুনিয়া প্রফুল্লচিত্ত সৌদাস ঈশ্বর॥
যথাযোগ্য সকলের রাখিয়া আদর।
বিদায় করেন ভূপ প্রফুল্লঅন্তর॥

নিজ নিজ দেশে সবে করিল গমন।
অতঃপর পরিণয় করহ শ্রবণ॥
সভাসদগণে সুখে করিল ভোজন।
সে সব বর্ণনে আর নাহি প্রয়োজন॥
এখানেতে ভীমসিংহ শাস্ত্রের বিধিতে।
কন্যারে করেন দান কাঞ্চন সহিতে॥
করে করে সমর্পণ করিয়া কন্যারে।
যৌতুক অর্দ্ধেক রাজ্য দেন জামাতারে॥
রামাগণ স্ত্রীআচার করিল হরষে।
মহিষী আসিয়া হাঁসি কহেন সরসে॥
কড়ি দিয়া কিনিলাম করিয়া যতন।
দড়ি দিয়া বাঁধিলাম শুন বাপধন॥
এই রূপ কুতূহল করিল তথায়।
সে সব লিখিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়॥
কুমার লইয়া সবে হাঁসিতে হাঁসিতে।
বাসর গৃহেতে যায় আমোদ করিতে॥
হুলাহুলি রামাগণ দেয় হৃষ্টমনে।
চলিলেন যুবরাজ বাসর ভবনে॥

দ্বিতীয় খণ্ড।

রাজা ভীমসিংহের অন্তঃপুর বাসর-গৃহ।

যুবরাজ চন্দ্রবিলাসের প্রবেশ।

চন্দ্র। (স্বগত) ইস্ এতোস্ত্রীলোক এক জায়গায়, আমি একাকী কেমন করেইবা ইহাদের সঙ্গে আলাপ কর্বো, দেখে বড়ই ভয় হোচ্চে। যাইহোক্ হটাৎ হাল ছেড়ে দেওয়া হবেনা, তা হোলে বড়ই হাস্যাস্পদ হইতে হইবে; ভাল দেখা যাউক কতদূর পর্য্যন্ত গড়ায়।

জন্মিয়া ক্ষত্রিয় কুলে এত ভয় মনে।
কেমনে করিব তবে জয় রিপুগণে॥
সামান্য নারীর ভয়ে কাতর না হবো।
কৌতুকে করিয়া ভর বাক্য বাণ সবো॥
কিন্তু পঞ্চবাণে ভয় হয় সর্ব্বক্ষণ।
বিপক্ষ হইয়া পাছে ধরে শরাসন॥
তা হোলে এদের কাছে নাহিক নিস্তার।
বিঁধিবে বচন বাণে অন্তর আমার॥
আমারে পাইয়া একা করিবে কৌতুক।
কেমনে এদের কাছে বিস্তারিব বুক॥
যাহোক্ তাহোক্ মেনে প্রতিজ্ঞা আমার।
রমণীগণের সনে করিব বিচার॥
ইথে পরাজয় হলে হাসিবে সকলে।
জর জর করিবেক বচন কৌশলে॥

অহে নাথ! মানদাতা প্রভু ভগবান্।
দাসেরে করিয়া কৃপা রক্ষা কর মান॥
করিতে পারেনি বেদ মহিমার সীমা।
এবার জানিব ওহে তোমার মহিমা॥
আর কেন চিন্তা করি হইয়া মগন।
যা হবার হবে তাই অদৃষ্টে পতন॥

বিধুমুখী ও সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদা। ওলো বড়বৌ, বলি একবার প্রমীলার কেমন বর হোলো দেখতে যাবিনে? চল দেখে আসি।

বিধু। আমি একটু বিলম্বে যাব ভাই।

সৌদা। কেন? আবার বিলম্ব কেন? তোর যে আর কাজ সারা হয় না দেখ্‌চি। দাদা বুঝি এখনো বাড়ী এসেন নাই। তা যাহোক্ তুই ভাই থাক্ আমি চল্লেম্, অনেক রাত্রি হয়েচে আমি এক বার শীগ্‌গির করে দেখে আসিগে; তুই না হয় একটু বাদে যাস্।

বিধু। মরণ আর কি; ঐযে বলেনা যে, শুন্‌লে সাড়া ত নিলে পাড়া; বেরিয়ে এসেচেন, আর তর সয়না, একটু বোস্ তিনি এই এলেন তাঁরে না খাইয়ে কেমন করে যাই। বিশেষ আমাকে ভাই চুরি করে যেতে হবে। তিনি, কি ঠাকুরুণ, শুন্‌লে যেতে দেবেন না।

সোদা। তবে আর তুই কেমন কোরে যাবি; অনর্থক আমাকে বসিয়ে রাখ্লি।

বিধু। তিনি একটু ঘুমুলেই যাব। তোরা ত জানিস্‌নে ওরা নেসাখোর মানুষ, শুয়েছে কি মরেছে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু যদি ঘুমায় তবে আর জাগেনা, একটু দেরি কর যাচ্চি। আর যদি তোমার পাত্‌ কাট্‌তে ভর নাসয় তবে তুমি আগে যাও।

সোদা। মর, তুইত সামান্য মেয়ে নস্‌, তোর মুখে একটু বাধ্‌লোনা, তুই অনায়াসে গালাগালিটা দিলি, তোর অসাধ্য ক্রিয়া নাই। চুরি করে যাবি, শুনে আমার গা কাঁপ্‌চে, তোর কথায় বোধ হচ্চে তুই ওমনিকোরে কত কি করিস্‌।

বিধু। আ মর তোর মুখে আগুন্‌, যত বড মুখ তত বড় কথা? যা মুখে আস্‌ছে তাই বল্‌চিস্‌, আপনি গায়ের জ্বালায় মরি তা দেখিস্‌নে ত, বড় দুঃখ নাহোলে আর গালা গালি বেরোয় না। দেখ ভাই বড় জ্বালাতন করেছে। আমার যাতনা শুন্‌লে তোদের কান্না পাবে, বড় যেই কঠিন প্রাণ তাই সহ্য করি, অন্য মেয়ে হোলে কাপড় ফেলে এত দিন কোথায় যেত্তো।

সোদা। তোর আবার দুঃখ কিলা? সোনার ঘর কন্না সোণার চাঁদ সোয়ামী, এমনত্তো লোকের হোলে-হয়, তবে কিনা চণ্ডী মাসীর মুখ খানা ভালনয়,

আর কামদেব দাদা একটু একটু মদ খায়, আর কোন দোষত নেই ; এ আর মন্দ কি ? এখনে কেউ আর সোয়ামীকে গালাগালি দেয় না।

বিধু। আমার যন্ত্রণার কথা তোরে বলি কিন্তু ভাই একটু মোন দিয়ে শুন্‌তে হবে।

সৌদা। আচ্ছা ভাই বল!

বিধু। তবে শোন্‌।

কহিতে দুঃখের কথা বুক ফেটে যায়।
ভেবে ভেবে অঙ্গ কালী বদন শুকায়॥
শাশুড়ী ননদী ঘরে বাঘিনীর প্রায়।
সদা দ্বন্দ্ব করে ভাই কথায় কথায়॥
পতির গুণের কথা কি বলিব আর।
আব্‌গারি মহল হয় উদরে তাহার॥
যত গুলি অলঙ্কার বাপে দিয়াছিল।
সব গুলি চুরিকরি কুকর্ম্মে রাখিল॥
দিবস রজনী থাকে বারাঙ্গণাবাসে।
বাসেতে নাহিক গতি মাসেক্ ছমাসে॥
মনোদুঃখে সদা মরি গুমুরে গুমুরে।
অন্য মেয়ে হোলে যেতো কৃতান্তের পুরে॥
জন্মে না হইল মম স্বামী সহ বাস।
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে ছাড়ি গৃহবাস॥
যদি কভু গৃহে আসে ভুলিয়া নিশায়।
নেসাতে অবশ অঙ্গ দেখিতে না পায়॥'

যে পোড়ায় পুড়ি বোন্ বলিতে না পারি।
এ যৌবন হোলো মম স্বয়ং বিহারী॥

আর ভাই! এক তিল বাঁচ্‌তে সাধ্ নাই। ইচ্ছাহয় যে গলায় দড়ি বেঁধে গঙ্গায় ডুবে মরি, কেবল অপমৃত্যুর ভয়ে পারি না; এই বলিয়া রোদন।

সৌদা। আহা! কাঁদিস্‌নে কাঁদিস্‌নে; কাঁদলে আর কি হবে। তোর কান্না দেখে আমার ভাই কান্না আস্‌চে। আগে আমরা ওকে খুব ভাল বোলে জান্‌তাম; পোড়া কপাল আর কি, অমন পতি থাকার চেয়ে নাথাকা ভাল; তুই মেনে ধন্নি মেয়ে তাই এত সহ্য করিস্, আমরা হোলে কখনই পারিতাম্ না; আচ্ছা ভাই বল্‌তে পারিস্ অপ্পেয়েরা ওছাই খায় কেন? আর খেয়ে যে সুখ তাওত দেখ্‌তে পাই, কোন ড্যাক্‌রা রাস্তায় কোন ড্যাক্‌রা নর্দ্দামায় পড়ে থাকে, আবার শুন্‌তেপাই যে তা-দের মুখে কুকুরে কতকি—কোরে দ্যায়; শুনে হাসি পায় আবার দুঃখ ও হয়! সে দিন ওবাড়ীর কাদির ভাইকে বড় রাস্তার ধার হোতে পাহারাওয়ালায় যে কোরে মাত্তে মাত্তে নিয়ে যাচ্চে, গঙ্গাস্নানের পথে, দেখে যে দুঃখটা হো-লো; আহা ছোঁড়া ভাই জুল্ জুল্ কোরে তা-কাচ্চে আর ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে যাচ্চে, তা ভাই যদি-ওছাই না খায় তবেত আর এত কষ্ট পেতে হয়

না। পোড়া কপালেদের কি চোক্ নাই যে দেখে শুনে ও ছাই ছেড়ে দেয় ?।

বিধু। আ তোর মুখে আগুন, ছুঁড়ী যেন নেকি ; যদি তারা ওবুঝ্তো তবে আর ওছাই খেতো না, ঐ যে কথায় বলে " ঘরের কড়ীদিয়ে মদ খায় লোকে বলে মাতাল" হ্যাদে দ্যাখ্ বোন্ আর অধিক কি বল্বো, যে মদের সৃষ্টি করেছে তারে যদি একবার দেখ্তে পাই তবে ঐ দুঃখের শোধ তুলি, পোড়া মদের মাথায় বজ্রাঘাতও পড়ে না যে পৃথিবী জুড়ায়। যে দিন ভারতবর্ষ হইতে মদের লোপ হবে সে দিন ভাই আমি ঠাকুরের ভোগ দেবো।

সৌদা। ঐযে কথাটী বল্লি কড়ী দিয়ে মদ খায় লোকে বলে মাতাল, ওর মানে কি ভাই আমিত কিছুই বুঝ্তে পাল্লেম না।

বিধু তবে শোন্ বলি।

বরুণের কন্যা ভাই নামেতে বারুণী।
সুর লোকে স্থিতি তেঁই সুরা নামশুনি॥
ভূমিতে সুঁড়ীর ঘরে মদ্য তাঁর নাম।
যাহার সঙ্গিনী তিনি বিধি তার বাম॥
যতক্ষণ সুরাদেবী বোতলেতে রন।
শান্ত মূর্ত্তি ধরি তিনি রন ততক্ষণ॥
মানুষের জঠরেতে প্রবেশিলে পরে।
কুকর্ম্ম করায় ভয়ানক মূর্ত্তি ধরে॥

তখন না থাকে আর মানুষের জ্ঞান
বাতুলের কার্য্য করে হইয়া অজ্ঞান ॥
হিতাহিত বিবেচনা হয় তিরোহিত।
মানুষের মনুষ্যতা হয় বিদুরিত ॥
প্রবৃত্ত হইয়া সদা গর্হিত আচারে।
জানিয়া শুনিয়া পড়ে পাপের আধারে ॥
হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকে বিচার।
সুখেতে পাপের হ্রদে করয়ে বিহার ॥
কিবা পাপ কিবা পুণ্য গণনা না করে।
অখাদ্য ভোজন গিয়া হোটেলেতে করে ॥
ভক্তি নাহি করে পিতা মাতার চরণে।
ঠাকুর ঘরেতে ঢোকে কুকুরের সনে ॥
নাহি করে খাদ্যাখাদ্য কভু বিবেচনা।
হ্যাম কেক পাউরুটি খাইতে বাসনা ॥
বড় আনন্দিত হন ফাউলের মাসে।
মন্দখাদ্য ভিন্ন কিছু ভাল নাহি বাসে ॥
হিন্দুদের চাল চুল নাহি ধরে মনে।
সদাই চলেন বাবু ইংরাজী ধরণে ॥
ব্রাহ্মণ অতিথি আর দেখে অনাথেরে।
ঝাড়েন ইংরাজী বোল কার সাধ্য বারে ॥
পিতামাতা পরিবারে কটু কথা বলে।
যতেক কদর্য্য কাজ ক্রমে ক্রমে চলে ॥
দেবতা দেখিয়া নাহি করে প্রণিপাত।
বরঞ্চ ফেলিয়া দেয় বলি খোড়াবাত ॥

পিতাকে বলিয়া কটু করে গণ্ডগোল।
কভুবা মায়েরে বলে সুমধুর বোল॥
হইয়া অজ্ঞান কভু নেশার ঝোঁকেতে।
ঝোলারূপ দোলা চড়ি যান পুলিসেতে॥
কভু বা সাহস করি খানায় পড়িয়া।
শিকার করেন ছুচো বাহু পশারিয়া॥
গড়াগড়ি যান কভু রাস্তায় পড়িয়া।
শতমুখী মারে কভু বেশ্যাতে আসিয়া॥
নেশার ঝোকেতে কেহ কুক্কুরী ধরিয়া।
করে সুখ লাভ তারে প্রেয়সী ভাবিয়া।
কভুবা পাখিরে শূন্যে উড়িতে দেখিয়া।
উড়িতে বাসনা করে ছাদেতে উঠিয়া॥
অশেষ সুরার দোষ কি কব বিশেষ।
যে খেয়েছে সে মজেছে কি বলিব শেষ॥
তার সাক্ষী দেখ ভাই আমাদের ঘরে।
মাঝে মাঝে কর্ত্তা বাবু নানারূপ ধরে॥
সামান্য মদেতে মাতি করে মাতামাতি।
ধন নাশ মান নাশ প্রাণ তার সাতি॥
পরস্পর অপযশ চারিদিকে গায়।
রাজপথে দেখি লোকে ধূলা দেয় গায়॥
ভাল আচরণ কেহ ভুলে নাহি করে।
মাতাল বলিয়া সবে উপহাস করে॥
মাতালের কথা ভাই কি বলিব আর।
মনে বুঝে দেখ সখি করিয়া বিচার॥

সুরাতে মাতিয়া মূর্খ বাড়ায় জঞ্জাল।
কড়ি দিয়া মদ খায় উপাধি মাতাল॥

সৌদ। হা হা হা ঠিক কথা বলেচিস্ ভাই তোর পেটে যে এতগুণ তা আমি জানিতাম্ না, তা আমি ভাই এখন চলেম, তুই শীঘ্রকরে ওদের বাড়িতে আয়; দেখিস্ যেন দেরি হয় না সবাই এক জায়গায় গিয়া মিলিব।

বিধু। তোর আর আমাকে এতকরে বোল্‌তে হবেন, আমার মন সেই খানেই পড়ে আছে কেবল অলপ্পেয়ের ভয়ে যেতে পাচ্চিনে ও একটু ঘুমুলেই যাব এখনি; আমার মাথা খাস ফেলে যাস্‌নে তাহলে আমার যাওয়া হবে না। উভয়ের প্রস্থান॥

নিতম্বিনী ও মোহিনীর প্রবেশ।

নিত। কৈ এখানে ত কাহাকেও দেখ্‌তে পাচ্চিনে, এদের আজ বিয়ে বাড়ী তা বুঝি সকলে বাসর ঘরে গেছে, তবে আমরাও সেইখানে যাই।

মোহি। আচ্ছা ভাই তাই চল ঐ বুঝি কে আস্‌চে,

বাসর গৃহের দ্বারে কাদম্বিনীর সহিত উভয়ের সাক্ষাৎ।

কাদ। এসো এসো দ্যাখন্‌হাসি এস, বলি হ্যালা তো-দের আজ এত দেরি কেন? একবার কি এ

বাড়ার মাটী মাড়াতে নেই আজ বুঝি তোরা দিন পেয়েছিস্ ।

নিত । আর ভাই সংসারের জ্বালায় এক তিল ঘরের বাহির হতে পারিনে, কতকরে যে এসেছি সে কথা আর তোকে কি বল্‌বো ; তা বলিকি তোদের জামাইকে এক বার দেখাবিনে ? আর বাজে কথা সব ছেড়ে দে, এখন শীগ্‌গির করে আয় ।

কাদ । আ মরণ আর কি, এখন এঁর ত্বরা হলো, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? দেখ দেখিন ওপাড়ার সব্বাই এসেছে, ওঁদের আর বার হয় না ; আয়, সব্বাই ঐ নীচের ঘরে আছে ।

নিতম্বিনী বরকে নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিতেছে ।

নিত । ওলো এমন সুন্দর রূপত কোথা ও দেখিনি বিধাতা বুঝি নির্জ্জনে বসিয়া এ রতনে গড়েছে । আহা ! প্রমীলা আমাদের যেরূপ সুন্দরী তা তার উপযুক্তই বর হোয়েছে ; এর রূপ দেখে আমার জ্ঞান হোচ্চে রতিপতি বুঝি রতিকে ত্যাগ করে প্রমীলার রূপে মোহিত হোয়ে এসেছে । আহা ! ওর রূপ হেরে আমার প্রাণ কেমন কচ্চে, ইচ্ছা হয় ইহারে সতত হৃদয়ে রাখি ।

রূপ হেরি এজনার, মুগ্ধ হয় ত্রিসংসার
কেমনে বলিব আমি নারী।
যদি বিধি দয়া করি, শক্তি দেন মমোপরি
তবে আমি বর্ণিবারে পারি॥
কিবা কেশ সুচাঁচর, যেন ঘন জলধর
বাঁকা সিঁথি কাটা থরে থরে।
প্রশস্ত ললাট পরি, ভুরু নিরীক্ষণ করি
লজ্জা পায় ফুলধনুবরে॥
নয়ন কটাক্ষ বাণ, বধিতে রমণীপ্রাণ
যুক্ত করি রাখিয়াছে তাতে।
নাসা যেন তিলফুল, মোহিতে রমণীকুল
মিলিয়াছে ধনুষ্কোটি সাতে॥
গৃধিনী গঞ্জিত কর্ণ, বর্ণেতে বিবর্ণ স্বর্ণ
ওষ্ঠে লজ্জা বিম্বফল পায়।
অধরের আভা হেরি, ডুবিতে না করে দেরি
জলমধ্যে কমালনী হায়॥
বিশাল বক্ষের স্থল, নিরখিলে ছুরবল
হয় সদ্য রমণীর মন।
আজানুলম্বিত করে, হেরি নারী বাঞ্ছা করে
কণ্ঠ সহ করিতে মিলন॥
ক্ষীণকটি অতিশয়, লজ্জিতকেশরী হয়
ডম্বুরুর নাকরি বাখান।
উরু জিনি করি-কর, পদনখে শশধর
পদহেরি কামিনী অজ্ঞান॥

শুনি সুমধুর বাণী, পিকরাজ হারি মানি
কাননেতে করিল গমন।
ইচ্ছা করে এ অন্তর, এরে লয়ে নিরন্তর
দেশে দেশে করয়ে ভ্রমণ॥

রহি। ওলো স্বামী যদি হয় তবে যেন এম্নিধারাই হয়। এমন নাহলে কি মনে আনন্দ হয়? তা কাকেই বা মন্দ বল্‌বো এরা রূপে দুজনাই সমান। আহা যেন রোহিনী ও চাঁদে মিল হোয়েছে। রাণী যেমন বুড়া বয়েসে একটী মেয়ে প্রসব করেছেন তেম্নি তার উপযুক্ত জামাই মিলেছে, চল্‌ দেখি এখন কথাবার্ত্তায় কেমন একবার দেখা যাক্।

উভয়ের উপবেশন।

যামিনী, প্রমোদিনী ও যুবরাজ চন্দ্র বিলাসের প্রবেশ।

যামিনী। হাঁলা প্রমোদিনি, বলি তোরা এ নতুন রত্নটী কোথায় পেলি?

প্রমোদিনী। ক্যান আমরা কিনে এনেছি।

যামি। এরত্ন কোন হাটে বিক্রী হয়।

প্রমো। পিরাতের হাটে।

যামি। এর মূল্য কত?

প্রমো। এ অমূল্য।

যামি। এর নাম কি ?

প্রমো। তোমার ত মুখ আছে তুমি কেন জিজ্ঞাসা কর না।

যামি। আমার ভাই জিজ্ঞাসা কত্তে লজ্জা কচ্চে, তুমি আমার হোয়ে জিজ্ঞাসা কর।

প্রমো। আমরি কথার ভঙ্গী দ্যাখ তোরা বুঝি ওম্নিকরে পরের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে কাজ সারিস।

যামি। আঃ রাগ করিস্ কেন ? এ আবার মন্দ কথা কি ? ওলো কথা যেদিকে নিয়ে যাওয়া যায় সেই দিকেই যায় ; তা তুই নাপারিস আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি এতে আর ভয় কি ? তবে কিনা তোরা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আমোদ আহ্লাদ কর্চ্চিস্ সেই জন্যই বলেছিলাম তা এউপকারে আর কাজনেই আমারি প্রাণে সোক্।

প্রমো। এখন পথে এসো।

যামি। (জামায়ের প্রতি) কেন ভাই তুমি এত ম্লান হয়ে রইলে ক্যান ? আহা মুখ খানি শুকিয়ে গিয়েচে এর কারণ ত কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে, তোমার আজ সুখের নিশি, তা ভাই দু চারিটে কথা বার্ত্তা কও আমরা শুনি।

চন্দ্র। কথা আর কি কব, কথা কবার কি আর যো রেখেচ ; তোমাদের রকম সকম দেখেই আমার আক্কেল গুড়ুম্ হোয়ে গিয়েছে।

যামি। সে কিহে, আমাদের আবার কি রকম সকম দেখলে

শুনে যে গাটা শিউরে উঠ্‌লো, ওলো চল আমরা এখান হোতে যাই।

মোহি। তাই তো লো শুনে যে পেটের পিলে চম্‌কে উঠলো।

চন্দ্র। আমি এমন কিছু বল্‌চিনে বলি তোমাদের এ আসরে অভ্যাগত অতিথির সম্মান নাই, আমি একে বৈদেশিক তাতে একাকী, অভ্যর্থনা দূরে থাকুক এখন প্রাণ নিয়ে টানা টানি। এই সকল দেখে শুনে আমার বাক্য রুদ্ধ হোয়েছে সুতরাং চুপ করে আছি, এমত অরাজক ত কখন দেখি নি।

যামি। প্রাণ নিয়ে টানা টানি সে ক্যামন আর অরাজকই কি দেখলে?

চন্দ্র। তবে শুন।

শ্লোক।

হ্যান অরাজক দেশ নাহি দেখা যায়।
নয়নের অপরাধে মনকে কাঁদায়॥
ইহাদের শাস্তি দিতে নাহি বুঝি কেহ।
মনঃপ্রাণ নিল হরে বাকি আছে দেহ॥
অন্যে পায় সাজা অপরাধী আর জন।
হেন অপরূপ আমি না দেখি কখন॥

অাঁখিতে বারেক দৃষ্টি মিলন না করি।
এই অবসরে চিত্ত লইলেক হরি॥
এদের কৌশল আমি কেমন না জানি।
অবশেষে প্রাণ লয়ে করে টানাটানি॥

তোমাদের অসাধ্য কাজ নাই, তাই তোমরা সব কত্তে পার।

যামি। ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে তুমি ভাই এখন একটী গান কর, আমরা সকলে তোমার গান শুনিতে ব্যাকুল হইচি।

চন্দ্র। আমিত ভাই গীতটীত গাইতে জানিনে, তবে তোমরা যদি অনুগ্রহ করে একটী গান শুনাও তা হোলে বুঝতে পারি যে গাওয়া কি রকম।

যামি। তাইত হে তুমি তো কিছুই জান না, আহা হোক্ শুনেও প্রাণটা জুড়াল; ওলো প্রমিলা তুই না হয় দুটো গীত শিকিয়ে দে, বল্‌তে একটু লজ্জা কল্লে না কোথায় শুনেছ যে মেয়ে মানুষে আগে গান করে? হাজার হোক্ কথায় বলে মেয়ে মানুষের দশহাত কাপড়ে কাছা নাই। সত্যিই কিছু তোমার এখানে এসেছি বোলে একেবারে এত বেহায়া হোতে পারিনে, তুমি যেমন জান একটী গাও তার পর না হয় আমরা গাবে. এখনি।

চন্দ্র। নিতান্তই আমাকে আগে গাইতে হবে, আচ্ছা গাচ্চি, কিন্তু দেখো ভাই কেউ যেন ঠাট্টাটুট্টি কোরোনা, এ কেবল তোমাদের খাতিরে গাচ্চি।

গীত।

রাগিণী পরেজ তাল আড়্খেমটা।

কেমনে মন তুষিব তোমার ওলো চাঁদবদনি।
স্বরে অঙ্গ জ্বর জ্বর কটাক্ষেতে ধ্বনি।
তোমরা নারী বহুতর, হেরে স্থির নয় অন্তর।
মন্মথের স্বরে মোর আকুল পরাণী॥

যামি। আহা বড় সুন্দর গীতটী শুনে মন প্রফুল্ল হোলো। তা ভাই আর একটী গাও।

চন্দ্র। এবারে তোমাদের পালা তোমরা গাও।

যামি। আমরা মেয়ে মানুষ, পুরুষের কাছে গাইতে লজ্জা করে, বিশেষ লোকে শুনলে কি বোল্‌বে।

চন্দ্র। তার আর লজ্জা কি, এখানে আর তো কেউ নেই সকলেই স্ত্রীলোক, পুরুষের মধ্যে আমি একাবইত নয়, বিশেষ আজি আমাদের আমদের দিন এদিনে সকলেই গেয়ে থাকে।

যামি। তোমারি আমোদের দিন আমাদের কি আব, যদিও হয়, তাহলে একেবারে এত বেহায়া হোতে পারিনে।

চন্দ্র। আচ্ছা তোমাদের গেয়ে কাজ নেই, আমার যে গীতটী শুন্‌লে সেটী ফিরিয়ে দাও।

যামি। এবড় শক্ত কথা ভাই। এই যে বিদ্যাসুন্দরে বলেচে "একি দেখি বিপরীত, দুই মতে বিপরীত দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন।"

আচ্ছা ভাই যাবলচো তাই ভাল, কিন্তু কেন যে আমরা গাইতে ডরাই তা শুন।

সতত বাসনা গীত গাইবার মনে।
লজ্জা আসি নিবারণ করিছে সঘনে॥
ছার নারীগণ হয়ে আছে পরাধিনী।
পরের আদেশ বয় দিবস যামিনী॥
পর হস্তে মনস্থপে হয় পরবশ।
কাল পেলে সেই পর করয়ে অযশ॥
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ নারীজন্মে ধিক্।
যে করেছে নারী সৃষ্টি তারে শত ধিক্॥
লজ্জার অধীন যদি না হইত নারী।
তবে কি পুরুষে হোতো চিত্ত অপহারী?॥
রমণী কি পারে তাহা পুরুষ যা করে।
সার কথা দেখ বুঝে আপন অন্তরে॥
সেই হেতু বাসরেতে গাইতে ডরাই।
তথাচ খাতিরে তব গাই শুন ভাই॥

গীত।

রাগিণী পরেজ, তাল আড়্ খেমটা।

ওহে কি বলিলে রসরাজ শুনে হাসিপায়।
নারী হেরে মদন শরে অবশ অঙ্গপ্রায়॥
একি অপরূপ বাণী, শুনালে হে গুণমণি,
জন্মেতে যা নাহি শুনি করালে শ্রবণ,-

জগৎ জনে জানে নারীর পুরুষ প্রাণধন,
তোমার দেখি উল্টাবিচার ওহে রসময় ॥

শুন্‌লে তো ? এখন তুমি ভাই আর একটী শুনাও।

চন্দ্র। সহাস্যে কি চমৎকার—যা শুনিলাম এর উপর যে আমি আর গাই এমন ক্ষমতা নাই, তোমরা আরো একটী গাও—আহা এমন মধুর স্বর ত কখন শুনি নাই, প্রাণ একেবারে কেড়ে নিয়েচ।

যামি। ওলো শুনেছিস রসরাজের আস্পর্দ্ধা ভাবি, বলে আবার গাও বলতে একটু লজ্জা কর্‌লোনা ? আমরা ভাই আর গাইতে পার্ব্বোনা, তুমি এখন গাও।

চন্দ্র। আচ্ছা শুন—কিন্তু তোমরা যে বলিলে রমণী পুরুষের বশীভূত, একথা মিছা, পুরুষই নারীর বশীভূত, তাহার প্রমাণ দেখ।

নারী লাগি মত্ত হোয়ে সমর করিয়া।
কীচক হারাল প্রাণ ভূমিতে পড়িয়া ॥
নারীপ্রেমে বদ্ধ হোয়ে করিয়া শপথ।
রামে দিলা বনবাসে রাজা দশরথ ॥
রাধিকার মানে মানে দিয়া বিসর্জ্জন।
সাজিয়াছিলেন যোগী ব্রহ্মসনাতন ॥
তথাপি না ছাড়ে কেহ রমনীর আশ।
নারীলাগি কত লোক নিল বহির্ব্বাস ॥
নারী হোতে সকলের বংশ রক্ষা হয়।
নারী না থাকিলে বংশ দিন দিন ক্ষয় ॥

শক্তি বিনা সব মিথ্যা এই কথা সার।
নারী গুণ বলে হেন সাধ্য আছে কার॥
আরো নারী গুণ বলি শুন দিয়া মন।
যে গুণেতে নারী সঙ্গ বাসী ত্রিলোচন॥
নারীর অনেক গুণ হেরি ত্রিলোচন।
হৃদপদ্মে পাদপদ্ম করেন ধারণ॥
অতএব নারী গুণ কি বলিব আর।
ভাবিলে নারীর গুণ বহে শত ধার॥
নারী সম এজগতে না দেখি নয়নে।
এজন্য থাকেন বিষ্ণু কমলার সনে॥

গীত।

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়া।

নারীর মায়া বিপরীত, হেরিলে পুরুষে হয় চেতনা রহিত।
দেখ দেখি ত্রিভুবন, নারী ছাড়া কোন্ জন্,
বিনা নারী রত্নধন সুখেতে বঞ্চিত॥

যামি। আচ্ছা ভাই আজ্ অনেক রাত্রি হয়েছে এখন আমরা সকলে চল্লেম্ তোমরা দুজনে সুখে থাক বেঁচে যদি থাকি তবে কাল দেখা হবে।

চন্দ্র। এমন নিষ্ঠুর কথা কেমন করে বল্লে শুনে যে আর আমাতে আমি নেই।

একি নিদারুণ কথা কহিলে লো ধনী।
শুনিয়া ব্যাকুল চিত্ত হে বিধুবদনী॥
মোরে একা হেথা রাখি যেতে চাও ঘরে।
তোমাদের কথা শুনে বাক্য নাহি সরে॥

পাষাণে নির্ম্মিত দেহ বুঝিলাম মনে।
এমন নিষ্ঠুর বাক্য কহিলে কেমনে॥
আগে যদি জানিতাম তোমরা এমন।
তবে কি সবার করে সুঁপিতাম মন॥
আগে জানিতাম নারী সরল হৃদয়া।
এবে জানিলাম নাহি কিছুমাত্র দয়া॥
মিষ্টবাক্যে পুরুষের মন করে চুরি।
সময়েতে হৃদে হানে বিচ্ছেদের ছুরি॥
অতএব বিধুমুখি কি কহিব আর।
রমণীর পদে করি কোটি নমস্কার॥
নিতান্ত যদ্যপি যাবে মানা নাহি করি।
এই ভিক্ষা যেন দেখা পাই লো সুন্দরী॥

যামি। ভালহে ভাল বড় বলাটা বল্লে, তা কি করি ভাই আমরা জেতে নারী, রইতেও নারী, আমাদেব সব দিক্ রাখ্‌তে হয়; যার মন না রাখ্‌বো তিনিই বেঁকে বোস্‌বেন, দেখ সেই একজন ঘরে তীর্থের কাকের ন্যায় আশা পথ নিরীক্ষণ করে রোয়েছে এক্ষণে আবার তার মন যোগাইগে, তা ভাই কিছু মনে টনে কোরো না, তোমার সাক্ষাতে কত বেহায়াপণা কোল্লেম, আজ্ আসি কাল আবার্ দেখা হবে।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

যুবরাজের শয়ন এবং মহানিদ্রা।

যুবরাজের শয়নের কিঞ্চিৎ বিলম্বে রাজকন্যা শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া বারি শূন্য সরোবরের ন্যায় মানব শূন্য নগরের ন্যায় এবং মধুশূন্য কুসুমের ন্যায় রাজপুত্রের জীবন শূন্য দেহ শয্যায় পতিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন। তখন হা হতোস্মি বলিয়া আর্ত্তনাদ ও পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বাতভগ্ন কদলী রন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণবিলম্বে চেতনা পাইয়া জড়িত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "হে জগদীশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল? হে বিধাতঃ! তোমার চরণে এদাসী কি এত অপরাধিনী, যে তাহার জীবনসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া দাসীকে একেবারে চিরদুঃখিনী করিলে? আমি কখন ভাবিনাই যে আমাকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। হে অগ্নি! আমাকে প্রিয়তমের অনুগামিনী কর; আমার এ পাপ জীবনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। রাজকন্যা এরূপ আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন যে, পুরবাসিগণ অতি দ্রুতবেগে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কি হইল বলিয়া সজলনয়নে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু কোন প্রকারে কোন অনুসন্ধান পাইলনা। কেবল রাজপুত্র শয়নে আছেন এই মাত্র দেখিতে পাইল।

ক্রমে নিশানাথ অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে দিবাকরের কিরণ দ্বারা তমঃপুঞ্জ নষ্ট হইতে লাগিল, তখন রাজপুত্রের

দেহ হটাৎ জীবনবিরহিত হইয়াছে অবধারিত করিয়া নানা-বিধ চিকিৎসক আনাইতে লাগিল; চিকিৎসকেরা সর্পাহত মনে করিয়া নানাবিধ চিকিৎসা করিতে লাগিল, কিন্তু কোন প্রকারেই কেহ প্রতীকার করিতে সমর্থ হইলনা।

রাজকুমারের শরীরজ্যোতিঃ পূর্ব্ববৎছিল, কিছুমাত্র তাহার বৈলক্ষণ্য হয় নাই। দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলে বোধহয় যেন সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। এই রূপে দিবাবসান হইলে দেশের রীতি অনুসারে রাজকন্যা পবিত্র বসন পরিধান করিয়া মৃত দেহের নিকটে একাকিনী রজনীযোগে শব রক্ষার্থ নিযুক্ত থাকিলেন, তাঁহার নিকটে আর কেহই রহিল না। সে স্থলের এইরূপ প্রথা ছিল কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে জীবিত থাকিবে তাহাকে তিন দিবস রজনী যোগে একাকীই শব রক্ষা করিতে হইবে। চতুর্থ দিবসেমৃ তদেহের অন্ত্যেষ্ঠি-ক্রিয়া হইবে। যামিনীর অর্দ্ধভাগ গত হইলে রাজনন্দিনী অঙ্গাভবণ পরিত্যাগ করিয়া একাকিনী অতি গুপ্তভাবে সেই মৃত দেহ সঙ্গে লইয়া নিবিড় অরণ্যাভিমুখে গমন করিলেন।

এইরূপে তিন দিন অবিশ্রান্ত কাননে ভ্রমন করিতে করিতে চতুর্থ দিবসের মধ্যাহ্ন সময়ে সুরধনীর তটে আসিয়া উপনীত হইলেন। কয়েক দিন অনাহারে অতিক্রান্ত হওয়াতে ক্ষুধানল অত্যন্ত তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং সেই স্থলে এক বৃক্ষ মূলে পরিধেয় বসনের অর্দ্ধখণ্ড দ্বারা শব আচ্ছন্ন করিয়া আহার্য্য দ্রব্যান্বেষণে নগরাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে ভাগীরথীর স্রোতঃ প্রভাবে রাজনন্দনের মৃত দেহ ভাসিয়া বিশ্বামিত্র মুনির আশ্রমের অনতিদূরে এক মহাবৃক্ষের মূল-

দেশে গিয়া সংলগ্ন হইল। বিধীর কি আশ্চর্য্য ঘটনা, সেই স্থানে একজন অতি তেজস্বী মহর্ষি বসিয়া যোগসাধন করিতে ছিলেন। দৈবাৎ ঐ মৃতদেহ তাঁহার চরণে স্পৃষ্ট হইল, তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষের মৃত দেহ তটিনীতটে ভাসিতেছে! এই ভাবটী দেখিয়া তপোধনের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ দয়ার সঞ্চার হইল, তখন তিনি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রদ্বারা রাজপুত্রের জীবন দান করিলেন।

যুবরাজ পুনর্জীবিত হইয়া আপনাকে বিবস্ত্র এবং ভাগীরথী তীরে এক মুনির সমীপে উপবিষ্ট দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন "কি আশ্চর্য্য আমি কোথায় রহিয়াছি সে বাসর গৃহই বা কোথায় এবং সে রাজ প্রাসাদই কোথায়? ও যার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করি এই দেশে আসিয়াছি সেপ্রিয়সীই বা কোথায়? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি অথবা যথার্থই সেই সকল সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। এই রূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার আত্ম বৃত্তান্ত স্মৃতি পথে আরূঢ় হইল। তখন ঋষিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া নানা প্রকার স্তব করিলেন ও অনুমতি লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়াই ব্যায়াগ নামে এক নগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। পথিমধ্যে এক সুরম্য উদ্যান তাঁহার নয়ন গোচর হওয়ায় তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে উদ্যানটী নানাবিধ ফল ফুলে সুশোভিত রহিয়াছে। মধ্যে একটী সরোবর, সরোবরটী কমল কুমুদ প্রভৃতি নানা প্রকার জলজ পুষ্পে আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। মধুকরেরা মধুলোভে-

মত্ত হইয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করিতেছে, কলহংস-গণ হংসীর সহিত জল ক্রীড়ায় মত্ত রহিয়াছে, কোকিলগণ বৃক্ষ-শাখে বসিয়া পরম সুখে গাণ করিতেছে। রাজপুত্র একাকী সেই জন শূন্য স্থানে সরোবরের সোপানোপরি বসিয়া কিঞ্চিৎ ফল মূল আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। দিবাবসিত হইলে সেই নগরের এক অল্পবয়স্কা মালিনী তথায় রাজকন্যার নিমিত্ত পুষ্পচয়নার্থ উপনীত হইল।

রাজপুত্রের মনোহর রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া সে অতি সহজেই তাঁহার রূপের পক্ষপাতিনী হইল, তখন ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তিনী হইয়া সহাস্যবদনে অতি মৃদু স্বরে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজপুত্র প্রিয়াবিরহে কাতর ছিলেন এজন্য তাহার কথায় প্রত্যুত্তর না দিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন। মালিনী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া সাদর সম্ভাষণে আপনার আলয়ে তাঁহাকে লইয়া গেল। যুবরাজ নিঃসহায় ছিলেন বলিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন ও তদালয়ে গমন করিলেন। মালিনী মোহিনী বিদ্যায় অতি নিপুণা ছিল, সেই মন্ত্রপ্রভাবে তাঁহার পক্ষ মধ্যে একটী শিকড় বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দিবা ভাগে এক অতি সুন্দর হিরামন পক্ষী করিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিত; রজনীতে আবার সেই মন্ত্র প্রভাবে শিকড়টী খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে রাজ পুত্রের আকারে পরিবর্ত্তিত করিত; তখন সে তাঁহার সহিত হাস্য পরিহাসে ও রঙ্গরসে রজনীযাপন করিত।

বীরেন্দ্র শেখর নামে এক প্রবল প্রতাপ নরপতি ঐ নগরের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র ছিলনা, কেবল বিলাসবতী

নাম্নী পরম রূপবতী অবিবাহিতা এক কন্যা ছিল। একদা রাজ কন্যা বসন্তকালে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবাৎ মালিনীর ভবনে উপনীত হইয়া সেই পরম সুন্দর হিরামন পক্ষীটী নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাহার সুমধুর স্বর শ্রবণে মোহিত হইয়া মালিনীকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা মূল্য দিয়া পিঞ্জর সহ আপন ভবনে আনয়ন করিলেন। মালিনী যদি ও পক্ষী প্রদানে অনিচ্ছুক ছিল, কিন্তু কি করে রাজ দুহিতার অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া অগত্যা পক্ষীটী বিক্রয় করিয়াছিল। বিলাসবতী পক্ষীরত্ন গৃহে আনিয়া নিজহস্তে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন এবং তাহার সহিত বাক্যালাপে মনে মনে কহিতেন যদি এই পক্ষীরত্ন মনুষ্য হইত তাহা হইলে আমি ইহাকে হৃদ্‌পিঞ্জরে রাখিয়া যাবজ্জীবন ইহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতাম। আহা! এমন মিষ্ট স্বর আমি কখন শুনিনাই। রাজকন্যা প্রায় সর্ব্বদাই এই রূপ চিন্তা করিতেন।

এক দিন বিলাসবতী পক্ষীর অঙ্গে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে দৈবাৎ মালিনীদত্ত মূলটী স্খলিত হইয়া পড়িল, রাজপুত্রও তৎক্ষণাৎ মদনবিজয়ী অপরূপ রূপ ধারণ করিলেন। রাজ-কুমারী যুবরাজের অলৌকিক সৌন্দর্য্য অবলোকনে এবং হঠাৎ বিহঙ্গম দেহ পরিবর্ত্তনে একেবারে চমৎকৃত হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধে ও লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া রহিলেন। যখন এই ব্যাপার ঘটে, তখন সেস্থানে অন্য কোন লোক ছিল না সুতরাং নরেন্দ্রসুতা নিতান্ত কুণ্ঠিত হয়েন নাই, বরং তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন এবং গান্ধর্ব্ব-বিধানে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া সুখে

কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু রাজপুত্র অপবাদ ভয়ে দিবসে পক্ষিবেশে থাকিতেন।

এইরূপে কিয়দ্দিন গত হইলে একদা বিলাসবতী কৌতুকাবিষ্ট হইয়া এই সমস্ত ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে কুমার আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন।

ক্রমে রাজনন্দিনী যুবরাজের প্রেমে বদ্ধ হইয়া দিন যামিনী কেবল প্রেমালাপেই থাকিতেন, এমন কি প্রিয় সখীগণকেও নিকটে আসিতে দিতেন না। এই ব্যাপার মহারাজ বীরেন্দ্রশেখরের কর্ণগোচর হইলে রাজা অতি গুপ্তভাবে স্বয়ং এ বিষয়ের তদন্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, কিছুমাত্র সন্ধান করিতে পারিলেন না। একদা সায়ংকালে রাজমহিষী কোন কার্য্যোপলক্ষে কন্যার কক্ষে আসিয়া সেই মনোহর পক্ষিরত্ন অবলোকনে সাতিশয় পুলকিত হইয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মহিষীর করস্পর্শে পক্ষীর গাত্র হইতে কুহকীর সেই মূলটী ভূতলে পতিত হইল। তখন রাজপুত্র নিজকায় প্রাপ্ত হইয়া কুমারীর পালঙ্কে গিয়া বসিলেন। যেমন সিংহীর ভয়ে হরিণ ও ভুজঙ্গীর ভয়ে ভেক ভীত হয়, তদ্রূপ যুবরাজ রাজ্ঞীর ভয়ে ভীত হইয়া তথা হইতে বাহির হইয়া অতি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। তামসী বিভাবরী; এজন্য নগরের রাস্তা ঘাট কিছুই দেখা যায় না। তিনি নিরুপায় হইয়া জগদীশ্বরকে ভাবিতে ভাবিতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে উপনীত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ স্বভাবতই দয়া গুণের আধার ছিল। বিশেষতঃ রাজপুত্রের অলৌকিক রূপ লাবণ্য দেখিয়া

তাঁহার প্রতি সন্তান স্নেহ জন্মিল; তখন তিনি তাঁহাকে অন্তঃ-পুরে স্বীয় দুহিতাদ্বয় নিকটে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণের সেই দুই কন্যা অবিবাহিতা, একটীর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ ও অপরটী ষোড়শবর্ষদেশীয়া, ভাল পাত্র না পাওয়াতে তাহাদিগের বিবাহ হয় নাই। কন্যা দুটী এরূপ রূপবতী যে হঠাৎ দেখিলে তাহাদিগকে দেবকুমারী বলিয়া ভ্রম জন্মে। যুবরাজ ব্রাহ্মণের কোন আশ্বাস বাক্যে অতিশয় প্রীত হইয়া উক্ত যুবতীদ্বয় নিকটে অন্তঃপুর মধ্যে নিরুদ্বেগে ও হাস্য পরিহাসে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজমহিষী এই আশ্চর্য্য ঘটনায় চমৎকৃত হইয়া রাজার নিকট সংবাদ দিলেন। ভূস্বামী শ্রবণমাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া অনেক রাজপুরুষের প্রতি আদেশ করিলেন "অদ্য রজনী মধ্যে এই নগরে যাহার গৃহে কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিবে, তাহাকে সপরিবারে রাজদরবারে আনয়ন কর। সৈনিক পুরুষেরা নৃপতির আজ্ঞা শ্রবণমাত্র নগরের প্রতি-গৃহে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কোন্ স্থানে বৈদে-শিকের সন্ধান পাইল না। সমস্ত রজনী জাগরণে ক্লান্ত হইয়া তাহারা প্রত্যাগমন করিতেছে এমন সময়ে বিপ্রের গৃহ মধ্যে রাজপুত্রের কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া, মহা কোলাহল করিয়া তাহারা তদালয়ে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ ভয়ে জড়ীভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল "দোহাই রাজা বীরেন্দ্র-শেখর, এই ঘোর রজনীতে তস্করেরা আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া যায়"। তখন সৈন্যাধ্যক্ষ ব্রাহ্মণকে কহিল আমরা চোর নহি রাজকিঙ্কর, আপনার কোন্ শঙ্কা নাই, রাজাজ্ঞানু-

সারে কোন বৈদেশিকের অনুসন্ধানে আসিয়াছি। মহাশয়ের গৃহে যে অপরিচিত ব্যক্তির কথা শ্রবণ করিতেছি তাঁহাকে আমাদের নিকট আনিয়া দিন, আমরা তাঁহাকে রাজসরকারে লইয়া যাইব। ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া অতি-নম্রভাবে কহিলেন, ও ব্যক্তি অন্য কেহ নহে আমারই জামাতা; বহুদিন হইল আমার কন্যা দ্বয়ের সহিত উহার বিবাহ হইয়াছে, উনি এত দিন বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত ছিলেন সুতরাং এখানে আসিতে পারেন নাই, গতকল্য রজনীতে এইখানে আসিয়াছেন। আমার জামাতা রাজসমীপেত কোন বিষয়েই অপরাধী নন, তবে তোমরা অনর্থক ক্যান তাঁহাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছ। যদি মহারাজ এই অভাগার জামাতাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে অতি প্রত্যূষে আমি উঁহাকে সঙ্গে করিয়া সভাতে লইয়া যাইব।" ব্রাহ্মণের মিষ্টবাক্যে রাজপুরুষেরা পরিতুষ্ট হইয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিল।

এদিকে মালিনী ও বিলাসবতী রাজপুত্রের বিরহে একান্ত অধীরা হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিনযামিনী ধরাশয়নে শয়ান থাকিয়া রোদন করিতেছেন।

প্রমীলা নগর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজপুত্রের মৃতদেহ সে স্থানে না দেখিয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন। যেমন বজ্রাঘাতে মন্দির প্রভৃতির চূড়া ভগ্ন হইয়া পড়ে তিনিও তদ্রূপ সেই শব বিয়োগে কাতর হইয়া শিরে করাঘাত পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণেক বিলম্বে

চেতনা পাইয়া ধূলিধূসরিত কলেবরে পাগলিনীর ন্যায় সুরতরঙ্গিনীর তীরে সেই মৃত দেহের অনুসন্ধান করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত তপস্বীর আশ্রমে উত্তীর্ণ হইলেন। তপোধন সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, রাজকন্যার এতাদৃশ অবস্থা অবলোকনে তাঁহার অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! শোক পরিত্যাগ কর অচিরাৎ তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। যার জন্য এত কাতর হইয়াছ সে পুনর্জ্জীবিত হইয়া এই নগর মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত লোকের ভবনে অবস্থিতি করিতেছে। আগামী শিব চতুর্দ্দশীতে তোমাদিগের উভয়ের মিলন হইবে। ঋষি এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। রাজনন্দিনী এই অমৃতবর্ষি বচন শ্রবণ করিয়া গললগ্নকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে যোগীর চরণে প্রণাম করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে নগরের অনতিদূরে সুরতরঙ্গিনীর নিকটবর্ত্তি এক শিব মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দশীর অপেক্ষায় যোগিনীর বেশ ধারণ করিয়া যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে প্রায় একাদশ মাস গত হইল। তিনি কাহারও সহিত কোন কথা কহিতেন না, যদি কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসিত, তাহার কিছু মাত্র প্রত্যুত্তর দিতেন না, অনাহারে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিয়া রজনীর শেষ ভাগে কথঞ্চিৎ ফল মূল উপযোগ দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। তাঁহার এইরূপ কঠোর তপস্যা দেখিয়া নগরবাসীরা তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিত। কেহ

বা তাঁহার নিকটে যোগাভ্যাস মানসে সতত গতাগতি করিত, তথাচ তিনি কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না।

ক্রমে শিব চতুর্দ্দশীর দিন উপস্থিত হইলে রাজা বীরেন্দ্র-শেখর মহিষী এবং স্বীয় দুহিতা বিলাসবতী ও অন্যান্য পৌর স্ত্রী সমভিব্যাহারে গঙ্গা-সলিলে অবগাহন করিতে গমন করিলেন। নগরস্থ সেই ব্রাহ্মণও জামাতৃবেশি রাজপুত্র ও কন্যাদ্বয় সঙ্গে লইয়া তথায় যাইয়া স্নানাদি করিতেছিলেন, এই অবসরে কৃত্রিম যোগিনী প্রমীলা যুবরাজ চন্দ্রবিলাসকে অবলোকন করিয়া চিনিতে পারিলেন, তখন তাঁহার লোচন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; চির পিপাসিত চাতকী ঘন দর্শনে যেরূপ পুলকিত হয়, তাঁহার হৃদয় তদ্রূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি যুবরাজের সমীপে আসিয়া কপটতার সহিত নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যোগিনীর সহিত তাঁহার কথোপকথন শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল, কারণ প্রমীলার আগমনাবধি কেহ কখন তাঁহাকে বাক্যালাপ করিতে দেখে নাই।

এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া সকলেই কহিতে লাগিল যে এ ব্যক্তির অদৃষ্ট প্রসন্ন, কারণ যোগিনী ইহায় প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন। এ দিকে নালিনী ও বিলাসবতী রাজপুত্রকে অবলোকন করিয়া উন্মত্তার ন্যায় সর্ব্বসমক্ষে অতি উচ্চৈঃস্বরে পরস্পর কহিতে লাগিল "এই যুবা আমার চিত্তচোর, অনেক দিনের পর হারান রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি আর ইহাকে ছাড়িতে পারিব না" এই কথা বলিয়া উভয়ে রাজপুত্রের হস্তধারণ করিয়া গৃহাভিমুখে যাইতে উদ্যতা হইল। ব্রাহ্মণের কন্যাদ্বয় দাব-

দগ্ধা হরিণীর ন্যায় রাজার সমীপে গমন করিয়া কহিল "মহা-রাজ! অপনার তনয়া আমাদিগের স্বামীর উপর আসক্তা হইয়া লোক সমাজে কিরূপ ব্যাবহার করিতেছে একবার স্বচক্ষে দেখিয়া সূক্ষ্ম বিচারে আজ্ঞা হউক। রাজা এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া "কন্যা প্রেমাসক্তচিত্ত হইয়াছে এখন কি করি" এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ভৈরবী, সর্ব্ব-সমক্ষে রাজার নিকটে কহিলেন "মহারাজ! আমি ইহাব বিচার করিতেছি শ্রবণ করুন। তখন তিনি কন্যা চতুষ্টয়েব প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন এই যুবা তোমাদের মধ্যে কাহাব স্বামী? এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল, তাহাদিগের অভিপ্রায় শুনিয়া ভৈরবী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন এব্যক্তি তোমাদিগের কাহার ও নহে আমি ইহাকে চেলা করিব, তোমরা আপন আপন গৃহে প্রতি-গমন কর। ছদ্মবেশি তাপসীর কথায় সকলের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল, তখন তাহারা রোদন করিতে করিতে তাঁহাব পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, ইহা দেখিয়া দর্শকগণেব কৌতুক দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল।

তাপসী যুবরাজকে কহিলেন, এই কন্যা চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন সুন্দরী তোমার পরিণীতা ভার্য্যা? তিনি কিছুই প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। তখন প্রমীলা সম্মুখস্থ মহা-রাজকে পিতৃ সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আমি ইহাব আদ্যোপান্ত বর্ণন করি শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক, এই কথা বলিয়া তিনি সর্ব্বসমক্ষে আপনার এবং রাজপুত্রের পরিচয দিয়া স্বয়ম্বর হইতে যোগিনী বেশ ধারণ পর্য্যন্ত বর্ণন করি-

লেন। শ্রবণ মাত্রে রাজপুত্রের নয়ন হইতে দর দর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল, উভয়ে উভয়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া অশ্রু বর্ষণে বিরহাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে লাগিলেন।

রাজা বীরেন্দ্রশেখর এই অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য সকলেই চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। রাজা উভয়কে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া প্রাসাদে লইয়া গেলেন; কিছুদিন পরে প্রমীলাকে সম্মত করিয়া নিজ কন্যা বিলাসবতী ও ব্রাহ্মণকন্যাদ্বয় তিলোত্তমা এবং প্রিয়ংবদার সহিত রাজপুত্রের বিধিবৎ বিবাহ দিলেন। যুবরাজ ভার্য্যা চতুষ্টয়ের সহিত সেই স্থানে প্রেমোল্লাসে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এক দিন রজনীযোগে প্রমীলা যুবরাজকে কহিলেন, নাথ! তোমার সেই আশ্চর্য্য ঘটনার কারণ কি শুনিতে বাঞ্ছা করি, যদি ব্যক্তব্য হয় তবে প্রকাশ করিয়া দাসীর দুঃখ দূর করুন। রাজপুত্র কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার কাছে আমার অবক্তব্য কি আছে? যাহর কাছে মনঃপ্রাণ সমস্ত সমর্পণ করিয়াছি তাহার নিকটে এক সামান্য কথা কহিতে বাধা মনে করি না, বলি শ্রবণ কর। শুনিয়াছি আমার জন্মকালে জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া কহিয়াছিলেন যে, বিবাহের দিন রজনীর শেষে বাসর গৃহে আমাকে কাল সর্পে দংশন করিবে, পিতা এই কথা শুনিয়া তাহার প্রতীকার জন্য যৎপরোনাস্তি দৈব-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিযাছিলেন কিন্তু কোন প্রকারেই কেঁহ নিবারণে সমর্থ হইলেন না। যে

তপোধন আমার প্রাণদান করিয়াছেন, দৈবাৎ তিনি এক দিন পিতার সভায় আসিয়া এই ভাবি ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন কিছুমাত্র চিন্তা করিওনা, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি করিলে অবশ্য ভয় দূর হইবে। যদি তুমি দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি রাখ, তোমার পুত্র নিঃসন্দেহ জীবন প্রাপ্ত হইবে, এই বিষয় আমি যোগবলে অবগত হইয়াছি, এই কথা কহিয়া ঋষি অন্তর্হিত হইলেন।

দৈবের নির্ব্বন্ধ কেহই খণ্ডাইতে পারে না। যখন আমি বিবাহের পর বাসর গৃহে শয়ন করিতে যাই, তখন কুসুম-শয্যামধ্যে এক অতি ক্ষুদ্রকায় কালসর্প লুক্কায়িত ছিল। আমার কিঞ্চিৎ মাত্র নিদ্রা আসিলে সে আমায় দংশন করিল। বিষের জ্বালায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে পিতার কথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল কিন্তু তাহাতে কোন উপকার দর্শিল না, শরীর ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি অবরুদ্ধ হইল ও কলেবর শীতল হইয়া আসিল, তাহার পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা আমার মনে নাই, বোধকরি তুমি অবগত আছ।

প্রমীলা এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ও ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বে কহিলেন নাথ! ও সকল দুঃখের কথায় আর প্রয়োজন নাই, এইক্ষণে দেশে প্রত্যাগমন করা কর্ত্তব্য। প্রায় এক বৎসর হইল আমরা দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, আমাদিগকে হারাইয়া আমাদের পিতা মাতা অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, অতএব এস্থানে কাল হরণ করা আর কর্ত্তব্য নহে।

রাজপুত্র তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া প্রত্যূষে রাজার নিকট বিদায় লইয়া পর দিন ভার্য্যা চতুষ্টয়ের সহিত সৌদাস নগরে যাত্রা করিলেন। রাজা বীরেন্দ্রশেখর কন্যা জামাতাকে বিদায় দিয়া শোকে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু কন্যা কখনই পিতৃগৃহে বাস করে না, ইহা ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। কয়েক দিন পরে যুবরাজ সৌদাস নগরে উপনীত হইয়া অতি বিনীতভাবে রাজা ও রাজমহিষীর চরণে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর প্রমীলা জনক জননীকে প্রণাম করিয়া আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাঁহারা শ্রবণ করিয়া যেমন চমৎকৃত হইলেন, জামাতা ও কন্যার পুনর্মিলনে তেমনি আনন্দিত হইলেন। যুবরাজ শ্বশুরালয়ে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়া নিজরাজ্যে গমন করিলেন; প্রজাবর্গ তাঁহার বিরহে কাতর ছিল এবং রাজ্য ও বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। যাহাহউক, তাঁহার আগমনে সকলেই মহামহোৎসব করিতে লাগিল। তিনি কখন বেয়াগ সহরে, কখন বিন্ধ্যাচলে, কখন বা নিজ রাজ্যে থাকিয়া পরম সুখে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজাও রাজমহিষীর আনন্দের পরিসীমা নাই। তাঁহারা পুত্র ও পুত্রবধূ ক্রোড়ে পাইয়া মহামহোৎসব করিতে লাগিলেন; ও অন্ধ আতুর দরিদ্র প্রভৃতিকে আশাতিরিক্ত দান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শুক ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! নারীর গুণের কথা আমি ক্ষুদ্রজীব হইয়া আর অধিক কি বর্ণন করিব। রাজা বিক্রমাদিত্য এবং নবরত্ন প্রভৃতি সভাসদ-গণ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন-

কাল উপস্থিত হইল। রাজা সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

Printed by S. B. Chatterjee, Alfred Press,
Serampore.